ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৬**

পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এবং দক্ষতার প্রয়োগঃ নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণে উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী যথাযথ শিক্ষণ-শিখন কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন। কোন কোন শিক্ষণ-শিখন কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনে অধিকতর সহযোগীতা করা যায় তা একজন শিক্ষকের মনন, মেধা ও প্রয়োগ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। যিনি যত বেশি দক্ষতা ও যথার্থ কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন তিনি শ্রেণি পরিচালনায় তত বেশি সার্থক। বর্তমানে বিভিন্ন রকম শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই সক্রিয় থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণে সচেষ্ট হয়। এ অধিবেশনে 'নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য' শীর্ষক পাঠে সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত কয়েকটি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় মাথা খাটানো কৌশল ও বলার দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারবেন।
- নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় দলীয় আলোচনা পদ্ধতি ও উপস্থাপন দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারবেন।
- নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পদ্ধতি ও প্রশ্নকরণ দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারবেন।
- নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় মাথা খাটানো কৌশল, জোড়ায় কাজ ও বলার দক্ষতা প্রয়োগ

রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তাই অধিকার। এ অধিকার ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্রের দেওয়া এবং রাষ্ট্রের সাহায্য ও সমর্থনে নাগরিক এ অধিকার ভোগ করে। তাহলে বলা যায়, অধিকার বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এমন কতকগুলো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা বোঝায়, যার সাহায্যে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমাজের কল্যাণ সাধন করে। **লাস্কির** মতে, "অধিকার হচ্ছে সমাজ জীবনের সে সকল সুযোগ-সুবিধা যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সক্ষম হয় না।" নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের দেওয়া অধিকার ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকের কতকগুলো দায়িত্বও পালন করতে হয়। পৌরনীতিতে নাগরিকের দায়িত্বকে কর্তব্য বলে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, দেখা যাক নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য শীর্ষক পাঠের উল্লিখিত অংশটি মাথা খাটানো, জোড়ায় আলোচনা ও বলার দক্ষতা– এ তিনটি কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করা যায়। সাপ্তাহিক টিউটোরিয়াল ক্লাসের দিন সিমুলেশন পদ্ধতিতে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠের উপযোগী মানসিক পরিবেশ গঠন করে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি উদাহরণ বর্ণনা করবেন এবং তাদেরকে মাথা খাটিয়ে বের করতে বলবেন বর্ণিত উদাহরণের মধ্যে কোনটি নাগরিক অধিকার এবং কোনটি নাগরিক কর্তব্য।

উদাহরণঃ সততার সাথে উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা এবং নাগরিক হিসেবে একজন ব্যক্তির নিজের নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়া।

প্রিয় শিক্ষার্থী, মাথা খাটানোর জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হলে আপনি দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। এক্ষেত্রে আপনি সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে সহায়তা করবেন। এবার উক্ত উদাহরণের আলোকে জোড়ায় চিন্তা করে নিচের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলবেন।

প্রশ্নঃ নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য বলতে কী বোঝায়?

নির্ধারিত সময় শেষ হলে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে আপনি কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন এবং এসব উত্তরের সহায়তায় নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের সংজ্ঞা তৈরি করবেন।

পর্ব- খঃ দলীয় আলোচনা পদ্ধতি ও উপস্থাপন দক্ষতা প্রয়োগ

প্রিয় শিক্ষার্থী, সাপ্তাহিক টিউটোরিয়াল ক্লাসের দিন আপনার শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে কয়েকটি দল গঠন করুন। প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করুন। প্রত্যেক দল নিজেদের মধ্যে

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত "নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য" শীর্ষক ক্ষেত্র থেকে বাছাই করে নিচের ছকে লিখুন কোনটি নাগরিক অধিকার আর কোনটি নাগরিক কর্তব্য। অত:পর প্রত্যেক দলনেতা উপস্থাপন করুন।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

জীবন রক্ষার অধিকার, সন্তানদের শিক্ষাদান, চলাফেরার অধিকার, বসবাসের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, কর প্রদান করা, মত প্রকাশের অধিকার, নির্বাচনের অধিকার, আনুগত্য স্বীকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার, সরকারি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা, চুক্তি করার অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, সততার সাথে ভোটদান, ধর্মের অধিকার, কর্মের অধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার, আইন মান্য করা, আবেদন করার অধিকার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার, সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার।

উপরের কোনটি নাগরিক অধিকার এবং কোনটি কর্তব্য তা বাছাই করে নিচের ছকে লিখুন:

নাগরিক অধিকার	নাগরিক কর্তব্য

পর্ব- গঃ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর কৌশলের প্রয়োগ

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।

প্রিয় শিক্ষার্থী, সাপ্তাহিক টিউটোরিয়েল ক্লাসের দিন সিমুলেশন পদ্ধতি অনুসরণ করে নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ– এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিন। বক্তৃতা শেষে নিম্নবর্ণিত প্রশ্ন করুন। প্রশ্নসমূহ:

১. অধিকারকে সাধারণত কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ভাগগুলো কী কী?
২. আইনগত অধিকারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৩. নৈতিক অধিকার কাকে বলে?
৪. আইনগত অধিকার কাকে বলে?
৫. সামাজিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

পর্ব- ঘঃ নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারা

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু, এবার নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য শীর্ষক বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় কী কী পদ্ধতি/কৌশল ও দক্ষতা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিচে লিপিবদ্ধ করুন।

১.
২.
৩.
৪.

পর্ব- ঙঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরখ করা

প্রিয় শিক্ষার্থী, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য শিরোনামে বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি, কৌশল বা কার্যক্রম ছাড়া কোনো অংশে আর কী কী কৌশল বা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেত বলে আপনি মনে করেন তা নিচের ছকে লিখুন।

অংশ	পদ্ধতি

পর্ব- চঃ সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগের ধারণা সুস্পষ্টকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধু, বিদ্যালয়ে বিদ্যমান অবস্থা এবং বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনা করে কীভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের (উল্লিখিত পাঠসহ) শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, নিচে সংক্ষেপে লিখুন।

-
-
-
-
-
-

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারণা লাভঃ নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

এ অধিবেশন পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতাসমূহ সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করবে। প্রশিক্ষণার্থীদের বুঝতে সুবিধা হবে যে, কোন বিষয়বস্তুর জন্য কোন পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা যায় বা পদ্ধতি ও দক্ষতাসমূহের প্রয়োগ কীভাবে করা যেতে পারে। আবার তারা এটাও বুঝতে সক্ষম হবেন যে, ভিন্ন দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে একই বিষয়বস্তুর শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করা যায় এবং বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতার সমন্বয়ে একই বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের বাছাই করতে হবে সকল প্রকার বাস্তবতা (যেমন- পাঠের জন্য বরাদ্দকৃত সময়, বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য, শ্রেণির পরিবেশ, আসন ব্যবস্থা, শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষার্থীদের বয়স, শিক্ষার্থীদের মেধার ভিন্নতা ইত্যাদি) বিবেচনা করে কোন পদ্ধতি ও দক্ষতা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠের জন্য অধিকতর উপযোগী ও সুবিধাজনক।

শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতার প্রয়োগ

নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যসূচির পৌরনীতি অংশের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য শিরোনামে বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় যে সকল পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে– মাথা খাটানো, জোড়ায় কাজ, বলার দক্ষতা, দলীয় আলোচনা, মৌখিক উপস্থাপন, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, সতীর্থ শিক্ষণ ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আর কী কী পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা যেতে পারে তাও প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে পরখ করা যায়। বিদ্যালয়ে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় রেখে উল্লিখিত দুই ধরনের ব্যবহার প্রক্রিয়া থেকে নির্বাচন করতে হবে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য নামক বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় কোন কোন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে অধিকতর কার্যকর ও উপযোগী। উক্ত অধিবেশনে সম্পূর্ণ পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ পরিচালনার চেয়ে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় পদ্ধতি ও দক্ষতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

নির্ধারিত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ করতে না পারলে

শিক্ষণ কার্য সম্পন্ন হলেও শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখন হয় না। বি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে শেখা। শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগই গুণগত শিক্ষণের প্রধান নিয়ামক।

মূল্যায়ন

১. আধুনিক অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য শীর্ষক পাঠটি একজন শিক্ষক কীভাবে দক্ষতার সাথে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করবেন তা বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- কঃ

১. নাগরিক অধিকার: সতার সাথে উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা।

২. নাগরিক কর্তব্য: নাগরিক হিসেবে একজন ব্যক্তিকে নিজের নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়া।

পর্ব- খঃ

নাগরিক অধিকার	নাগরিক কর্তব্য
জীবন রক্ষার অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বসবাসের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, নির্বাচনের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতির অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, ধর্মের অধিকার, কর্মের অধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার, আবেদন করার অধিকার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার, সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার।	আনুগত্য স্বীকার, আইন মান্য করা, সততার সাথে ভোটদান, কর প্রদান করা, সরকারি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা, সন্তানদের শিক্ষাদান।

পর্ব- গঃ

১. অধিকার সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত, যথা– নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়- সামাজিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার।

২. **নৈতিক অধিকারঃ** সমাজের নীতি এবং বিবেকবোধ থেকে সৃষ্ট যেসব অধিকার, সেগুলোকে নৈতিক অধিকার বলে। যেমন– ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়ার অধিকার। নৈতিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে সমাজ ঘৃণা করে বা সমালোচনা করে। কিন্তু এর জন্য কোনো শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

৩. **আইনগত অধিকারঃ** রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলে, যেমন– সম্পত্তির অধিকার। এ অধিকার ভঙ্গ হলে ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়।

৪. **সামাজিক অধিকারঃ** যেসব অধিকার সমাজে নাগরিকদের সভ্য ও উন্নত জীবন যাপনে সাহায্য করে এবং যেসব অধিকার জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য সেসব অধিকারকে সামাজিক অধিকার বলে। এসব অধিকার ব্যক্তির মানবিক গুণ বিকাশে সাহায্য করে। এগুলো ব্যতীত মানুষের পক্ষে উন্নত সামাজিক জীবনযাপন সম্ভব নয়।

৫. **রাজনৈতিক অধিকারঃ** যেসব সুযোগ-সুবিধা দ্বারা ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

পর্ব- ঘঃ

- মাথা খাটানো
- জোড়ায় আলোচনা
- দলীয় আলোচনা
- সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা
- প্রশ্নোত্তর।

পর্ব- ঙঃ

নিজেরা করুন।

পর্ব- চঃ

নিজেরা করুন।

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৭**

পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ পদ্ধতি এবং দক্ষতার প্রয়োগঃ বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় ও কিশোর অপরাধ

ভূমিকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করতে হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় ও কিশোর অপরাধ শীর্ষক বর্তমান পাঠে অংশগ্রহণমূলক তথা মাথা খাটানো, দলীয় আলোচনা, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর এবং প্রকল্প বা অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় এককভাবে মাথা খাটানো ও প্রশ্ন-উত্তর কৌশল বর্ণনা ও প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় দলীয়ভাবে মাথা খাটিয়ে সমস্যা সমাধানে দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারবেন ।
- সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগের বিবরণ দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা হিসেবে কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনে বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা হিসেবে কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনে দলীয় কাজের প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা হিসেবে কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনে প্রকল্প বা অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় এককভাবে মাথা খাটানো ও প্রশ্ন-উত্তর কৌশলের প্রয়োগ

প্রিয় শিক্ষার্থী, 'সমস্যা' শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হই। এসব সমস্যার মধ্যে কোন সমস্যাগুলো মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা তা মাথা খাটিয়ে নিচের ছকে লিখুন।

-
-
-
-
-

পর্ব- খ বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় দলীয়ভাবে মাথা খাটিয়ে সমস্যার সমাধানে দক্ষতার প্রয়োগ

প্রিয় শিক্ষার্থী, সাপ্তাহিক টিউটোরিয়াল ক্লাসের দিন শ্রেণির বন্ধুদের নিয়ে কয়েকটি দল গঠন করুন, প্রত্যেক দলের একজন দলীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করুন এবং দলীয়ভাবে মাথা খাটিয়ে নিম্নবর্ণিত মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় শীর্ষক ছকটি পূরণ করুন এবং প্রত্যেক দলীয় প্রতিনিধি উপস্থাপন করুন। অন্য দলের উপস্থাপিত কাজের সাথে মিলিয়ে নিন।

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়

দল	সমস্যা	সমাধানের উপায়
১.	কৃষির অনগ্রসরতা	
	দক্ষ সংগঠকের অভাব	
	মূলধনের স্বল্পতা	
২.	শিল্পের অনগ্রসরতা	
	জনসংখ্যা বিস্ফোরণ	
	দক্ষ জনশক্তির অভাব	
৩.	বেকার সমস্যা	
	অনুন্নত অবকাঠামো	
	প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা ও অপূর্ণ ব্যবহার	
৪.	বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি	
	সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সমস্যা	
	মুদ্রাস্ফীতি	
৫.	স্বল্প মাথাপিছু আয়	
	জীবনযাত্রার নিম্নমান	
	দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র	

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগের ধারণা সুস্পষ্টকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থী, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগের ধারণা সুস্পষ্টকরণের জন্য টিউটোরিয়াল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দ্বারা গঠিত একদলের প্রতিনিধি অন্য দলকে নিম্নবর্ণিত প্রশ্ন করুন।

প্রশ্নঃ

ক. সদ্য সমাপ্ত পাঠটিতে কী কী পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়েছে?

খ. সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের অর্থনীতি অংশের অন্যান্য বিষয়বস্তুসমূহও কি একই ধরনের পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করে পরিচালনা করা সম্ভব? সম্ভব না হলে কেন নয়?

গ. বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান দলীয়ভাবে করতে না দিয়ে আর কীভাবে করানো যেত?

পর্ব- ঘঃ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা হিসেবে কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনে বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োগ

প্রিয় শিক্ষার্থী, টিউটোরিয়াল ক্লাসের একদল শিক্ষার্থী অন্য দলকে প্রশ্ন করুন–

১. কোন বয়সের মানুষকে কিশোর অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?
২. কিশোর অপরাধ কী?

এবার প্রত্যেক দল দলীয়ভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তরগুলো নিচের ছকে লিখুন।

১.
২.

পর্ব- ঙঃ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা হিসেবে কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনে দলীয় কাজের প্রয়োগ

প্রিয় শিক্ষার্থী, টিউটোরিয়েল ক্লাসের শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিচের প্রশ্ন দুটি বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ করে দিন। এক এক দল এক একটি প্রশ্নের উত্তর তৈরি করুন।

প্রশ্নঃ

ক. বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির কারণসমূহ উল্লেখ করুন।

খ. বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ মোকাবিলা করতে হলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?

দলীয় কাজ শেষে একই কাজ সম্পন্নকারী দলসমূহের মধ্যে একটি দল তা উপস্থাপন করুন। নিচের ছকে প্রশ্ন দুটির সঠিক উত্তর লিখুন।

১.   ২.

পর্ব- চঃ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা হিসেবে কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনে দলীয় প্রকল্প বা অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রয়োগ

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণ-শিখনে দলীয়ভাবে প্রকল্প অনুসন্ধান পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করা যায়, দেখা যাক। বিষয় হিসাবে "বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির কারণ এবং সাধারণ নাগরিকদের ওপর কিশোর অপরাধের প্রভাব" বেছে নেওয়া হলো। প্রথমে পূর্বে গঠিত দলসমূহের দলীয় প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নসমূহ করবেন।

প্রশ্নঃ

ক. কাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং কোন বিষয়ে আপনি তাদের সাথে মত বিনিময় করতে চান তা সাক্ষাৎদানকারীকে কীভাবে জানাবেন?

খ. সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে কোন প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞেস করবেন?

গ. উত্তর পাওয়ার পর কী করবেন?

প্রত্যেক দলীয় প্রতিনিধি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দলের কাছ থেকে শুনবেন। এবার প্রত্যেক দলীয় প্রতিনিধি নিম্নরূপ নির্দেশনা দিবেন:

- এ অনুসন্ধানের জন্য কমপক্ষে দুজনের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। যেমন– পিতামাতা, ভাইবোন অথবা অন্য কোনো পরিচিত ব্যক্তি যাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে।
- কমপক্ষে একজন কিশোর অপরাধী চিহ্নিত করে তার সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে তার কিশোর অপরাধী হওয়ার কারণ সংক্রান্ত কেস স্টাডি প্রণয়ন করতে হবে।
- যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে তারা যা বলেন তার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত নোট প্রস্তুত করতে হবে।
- দুজনে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারী দুজনের কাছ থেকে যে উপাত্ত সংগ্রহ করবেন তার ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করবেন।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ কীভাবে সাধারণ নাগরিকদের প্রভাবিত করে সে বিষয়ে আপনাদের নিজস্ব ধারণার ভিত্তিতে প্রতিবেদনে সমাপ্তিসূচক মন্তব্য করবেন।
- অনুসন্ধান প্রতিবেদন ৪-৫ পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত হবে।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কিছু ছবি, চার্ট অথবা গ্রাফ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- কাজের অগ্রগতি জানাতে বা যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের টিউটরের সাথে আলোচনা করবেন।

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা, পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ

নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যসূচির "বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়" নামক বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় যে সকল পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ করা যেতে পারে তা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, দলীয়ভাবে মাথা খাটানো, বোর্ড ব্যবহার, দলীয় কাজের উপস্থাপনা ইত্যাদি।

পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা	শিক্ষকের করণীয়	শিক্ষার্থীর করণীয়
এককভাবে মাথা খাটানো ও প্রশ্ন-উত্তর	'সমস্যা' শব্দটি প্রশিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে বলতে সুযোগ দিবেন এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর বোর্ডে লিখবেন। এবার বোর্ডে লিখিত সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনগুলো মৌলিক সমস্যা তা মাথা খাটিয়ে উত্তর দিতে বলবেন। তারপর এরমধ্যে কোনগুলো মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। অন্যান্য মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা প্রশিক্ষক নিজে বলবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।	প্রশ্ন শুনবে, মাথা খাটাবে এবং যাকে জিজ্ঞেস করা হয় সে উত্তর দিবে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ খাতায় লিখবে।
দলীয়ভাবে মাথা খাটানো ও উপস্থাপন	প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ হয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেক দল মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় শীর্ষক মাথা খাটানোর ছক পূরণ করবেন।	দল গঠনে সহায়তা করবে। নিজ নিজ দলের জন্য বরাদ্দকৃত সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য মাথা খাটাবে এবং ছকে

পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা	শিক্ষকের করণীয়	শিক্ষার্থীর করণীয়
	নির্ধারিত সময় শেষ হলে প্রতি দলের একজন তা উপস্থাপন করবে। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে অন্যদলের ভিন্ন মত থাকলে তাদের বলতে সুযোগ দিবেন। দলীয় উপস্থাপন শেষে সমস্যাসমূহের সমাধান পয়েন্ট আকারে বোর্ডে লিখে প্রতিটি পয়েন্ট ব্যাখ্যা করবেন।	লিখবে। প্রতি দল থেকে একজন উপস্থাপন করবে অন্যরা শুনবে ও ভিন্ন মত থাকলে হাত তুলে তা বলবে। মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খাতায় লিখবে।

নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যসূচির 'কিশোর অপরাধ'-এর বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় যে সকল পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ করা যেতে পারে তা হচ্ছে– সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ, দলীয় প্রকল্প/অনুসন্ধান।

দলীয় প্রকল্প/অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রয়োগ

"বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির কারণ এবং সাধারণ নাগরিকদের ওপর কিশোর অপরাধের প্রভাব"–এ শিরোনামে অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রয়োগ করে দলীয়ভাবে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা পরবর্তীতে জমাদানের জন্য শিক্ষার্থীদের বলবেন। এ লক্ষ্যে পূর্বে গঠিত দলসমূহের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষক নিচের প্রশ্নসমূহের অবতারণা করবেন।

প্রশ্নঃ

ক. কাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং কোন্ বিষয়ে আপনি তাদের সাথে মত বিনিময় করতে চান তা সাক্ষাৎদানকারীকে কীভাবে জানাবেন?

খ. সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে কোন প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞেস করবেন?

গ. উত্তর পাওয়ার পর কী করবেন?

নির্ধারিত সময় শেষ হলে প্রশিক্ষক প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একটি করে দলের কাছ থেকে শুনবেন। এবার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্নরূপ নির্দেশনা দিবেন।

- এ অনুসন্ধানের জন্য কমপক্ষে দুজনের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। যেমন– পিতামাতা, ভাইবোন অথবা অন্য কোন পরিচিত ব্যক্তি যাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে।
- কমপক্ষে একজন কিশোর অপরাধী চিহ্নিত করে তার সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে তার কিশোর অপরাধী হওয়ার কারণ সংক্রান্ত কেস স্টাডি প্রণয়ন করতে হবে।
  - যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে তারা যা বলেন তার ভিত্তিতে কিছু সংক্ষিপ্ত নোট প্রস্তুত করতে হবে।
  - দুজনে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।
  - সাক্ষাৎকার প্রদানকারী দুজনের কাছ থেকে যে উপাত্ত সংগ্রহ করবেন তার ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করবেন।
  - বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ কীভাবে সাধারণ নাগরিকদের প্রভাবিত করে সে বিষয়ে আপনাদের নিজস্ব ধারণার ভিত্তিতে প্রতিবেদনে সমাপ্তিসূচক মন্তব্য করবেন।
  - অনুসন্ধান প্রতিবেদন ৪-৫ পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত হবে।
  - সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কিছু ছবি, চার্ট অথবা গ্রাফ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

মূল্যায়ন

১. সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের বাংলাদেশের ‘মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় ও কিশোর অপরাধ’ শীর্ষক পাঠকে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে একজন শিক্ষক পরিচালনা করতে পারেন তার একটি বিবরণ দিন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো হলো– স্বল্প মাথাপিছু আয় এবং নিম্ন জীবনযাত্রার মান, কৃষির অনগ্রসরতা, শিল্পের অনগ্রসরতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দক্ষ জনশক্তির অভাব, দক্ষ সংগঠকের অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, বেকার সমস্যা, অনুন্নত অবকাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব, মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র ইত্যাদি।

পর্ব- খ

নিজেরা দলীয়ভাবে করুন।

পর্ব- গ

(ক) মাথা খাটানো, দলীয় কাজ। (খ) নিজেরা উত্তর দিন। (গ) নিজেরা উত্তর দিন।

পর্ব- ঘ

১. বাংলাদেশে সাধারণত ৭-১৬ বছরের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যারা অপরাধ করে থাকে তাদেরকে কিশোর অপরাধীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিশোর-কিশোরী কর্তৃক সংঘটিত আইন ও সমাজবিরোধী কার্যাবলিকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অপরাধ বিজ্ঞানী এ.ডি জনের মতে, "কিশোর অপরাধ হলো নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনকারী।"

২. কিশোর অপরাধের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো স্কুল পালানো; শিক্ষক ও গুরুজনকে অমান্য করা; পথেঘাটে, সিনেমা হলে ও অন্যান্য চিত্ত বিনোদন কেন্দ্রে মারপিট বাধানো; পথচারী বিশেষ করে মেয়েদের সাথে অশালীন ব্যবহার করা, উদ্দেশ্যহীনভাবে যেখানে সেখানে ঘোরাফেরা করা; জুয়া খেলা; পরীক্ষার হলে নকল করা; মদ্যপান করা, খুন করা, রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় বিভিন্ন অপরাধ কর্মে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

পর্ব- ঙ

ক. বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির কারণ :

১. ভৌগোলিক কারণ
২. ত্রুটিপূর্ণ মানসিক বিকাশ
৩. দারিদ্র্য
৪. পিতামাতার অসংগতিপূর্ণ আচরণ
৫. শহরায়ন ও শিল্পায়ন
৬. চিত্ত বিনোদনের অভাব
৭. অনুকরণ ও মেলামেশার প্রভাব ইত্যাদি।

খ. বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপঃ

১. সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশু কিশোরদের মার্জিত ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. প্রতিটি শিশু যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নত করতে হবে।

৩. দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। এজন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচি চালু করতে হবে।

৪. সুষ্ঠু চিত্ত বিনোদনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে শিশু-কিশোরদের মানসিক গঠন সঠিকভাবে হয়।

৫. শিশুরা যেহেতু অনুকরণ প্রিয়, তাই তারা যেন সৎ সংসর্গে মিশে এবং অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলে সেদিকে নজর দিতে হবে।

৬. শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।

৭. পঙ্গু ও মানসিকভাবে অসুস্থ শিশুদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. শিশু কিশোররা যাতে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য "জাতীয় শিশু নীতি" প্রণয়ন করতে হবে।

পর্ব- চ

নিজেরা 'অনুসন্ধান পদ্ধতি' প্রয়োগ করে এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করুন।

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৮**

অণুশিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম এবং শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ১

ভূমিকা

শিক্ষার্থী বন্ধু, আপনারা ইতঃপূর্বে শিক্ষণ-শিখন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। অণুশিক্ষণ শিক্ষাদানের একটি কৌশল বা পদ্ধতি, যাকে বাদ দিয়ে শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। কাজেই অণুশিক্ষণ বলতে কী বোঝায় সে বিষয়টিও শিক্ষণ-শিখন সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। অণুশিক্ষণ হচ্ছে একটি পদ্ধতি যাকে বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়। আমরা এ অধিবেশনে অণুশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- অণুশিক্ষণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- অণুশিক্ষণের দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন
- অণুশিক্ষণ চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ অণুশিক্ষণের পরিচিতি

Micro শব্দের অর্থ হলো খুব ছোট এবং Teaching শব্দের অর্থ– শিক্ষাদান। এ পদ্ধতিতে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ৫/৬ মিনিট সময়ে শিক্ষাদান অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষণের একটি কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। কোনো কোনো সময় একটি কৌশল আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষককে বার বার চেষ্টা করতে হয়। এম.সি. নাইট–এর মতে, "অনুশীক্ষণ হলো এমন এক শিক্ষণ কৌশল যার মধ্যমে বার বার অনুশীলন দ্বারা নতুন শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত এবং পুরাতন দক্ষতাকে উন্নততর করা যায়।" এ্যালেন এবং ইভ-এর মতে, "নির্দিষ্ট কোন শিক্ষামূলক আচরণে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পাঠদানের কৌশলকে অণুশিক্ষণ বলে।"

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার চিন্তাভাবনা করে নিচের বক্সে অণুশিক্ষণের সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

১. অণুশিক্ষণ হচ্ছে এমন কৌশল যা বার বার অনুশীলন করতে হয়।

২. এটিও নতুন শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত করতে সাহায্য করে এবং পুরাতন দক্ষতাকে উন্নত করে।

৩.

৪.

৫.

পর্ব- খঃ অণুশিক্ষণের দক্ষতাসমূহ চিহ্নিতকরণ

শিক্ষাদান পদ্ধতি কতকগুলো ধাপ বা সোপানের সমষ্টিগত রূপ। এ সোপান বা ধাপগুলোকে একত্র করে একটি সুসমন্বিত ও চিত্তাকর্ষক প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করা শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষাদান পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়া। অধ্যাপক রাস্কের মতে, শিক্ষাদান পদ্ধতির কাজ হচ্ছে শিশু ও তার শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা।

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরিস. পি. মোর্ফাট বলেছেন, "শিক্ষাদান পদ্ধতি হচ্ছে জ্ঞান দান ও শিক্ষা গ্রহণে একটি ধারাবাহিক ও সহায়ক প্রক্রিয়া এবং তা শিক্ষককে এমন কিছু কৌশল তৈরি ও ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে থাকে যা শিক্ষার্থীদের যথার্থ বিকাশ, উন্নয়ন ও জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। মোট কথা, পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষকের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশ দান, সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণ এবং মূল্যায়নের প্রক্রিয়া"। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা অণুশিক্ষণের পূর্ববর্তী সংজ্ঞা ও ধারণার আলোকে চিন্তা করুন এবং নিচের বক্সে অণুশিক্ষণের দক্ষতাগুলো চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে লিখুন এবং একটি চার্ট তৈরি করুন।

১. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

২. ব্লাকবোর্ডে চক, চার্ট ব্যাবহার (পাঠদানকালে)

৩.

৪.

৫.

পর্ব- গঃ অণুশিক্ষণের চক্র

অণুশিক্ষণ চক্র

অণুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাসমূহ কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষককে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো হলো–

১. পাঠদান
২. ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক
৩. পুন:পরিকল্পনা
৪. পুনধপাঠদান
৫. পুন:ফলাবর্তন।

এ ধাপ পাঁচটি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে বলে একে অণুশিক্ষণ চক্র বলা হয়। চক্রটি নিম্নরূপ–

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৯**

মূল শিখনীয় বিষয়
অণুশিক্ষণ, অণুশিক্ষণের দক্ষতা ও চক্রসমূহ

অণুশিক্ষণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Micro-teaching. Micro শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Mikros থেকে। এর অর্থ হলো খুব ছোট, এবং Teaching অর্থ শিক্ষাদান। সুতরাং পাঠের ক্ষুদ্রতম বা মৌলিক বিষয় নিয়ে চর্চা করার নামই Micro-teaching.

Mc. Knight -এর মতে "Micro-teaching is a scaled down teaching encounter designed to develop new skills and refine old ones." অর্থাৎ, অণুশিক্ষণ হলো এমন এক শিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে বার বার অনুশীলন দ্বারা নতুন শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত এবং পুরাতন দক্ষতাকে উন্নততর করা যায়।

Allen and Eve-এর মতে "Micro-teaching is a system of controlled practice that makes to concentrate on specific teaching behaviour to practice teaching under controlled condition." অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষামূলক আচরণে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পাঠদানের কৌশলকে অণুশিক্ষণ বলে।

আরও বলা হয়েছে, "It is a dramatic technique. Micro-teaching is concentrated on a specific teaching technique."

শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল একবারে আয়ত্ত করতে হয়। সমগ্র শিক্ষাদানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে অনুশীলন করাই অণুশিক্ষণ। সুতরাং অণুশিক্ষণ এমন এক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা বার বার অনুশীলন করা যায়।

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের এটি একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। শিক্ষাদান বিশেষ করে প্রশিক্ষণরত ভাবী শিক্ষকদের শ্রেণি শিক্ষাদানে বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এ কৌশল একটি সাফল্যজনক উপায়।

এটি একটি গবেষণাভিত্তিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের জটিলতা ও ত্রুটিসমূহ অতিসহজ ও সরলভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১৯৬৩ সনে আমেরিকার স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষণ পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হয়। পদ্ধতিটির সার্থক প্রয়োগ করতে কিছুটা সময় লাগে। ১৯৬৮ সনে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ পদ্ধতিটির সার্থক প্রয়োগ শুরু হয় এবং শিক্ষকদের পাঠদানের জন্য ১৪টি দক্ষতা বা কৌশল শনাক্ত করা হয়।

অণুশিক্ষণের দক্ষতাসমূহ

১. পাঠ প্রস্তুতি
২. উদ্দীপনার তারতম্য
৩. উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রশ্ন
৪. উচ্চমানের প্রশ্ন
৫. বিভিন্নমুখী প্রশ্ন
৬. প্রশ্নকরণে দ্রুততা
৭. বলবৃদ্ধিকরণ
৮. শিক্ষকের নীরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত
৯. মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি
১০. বক্তৃতাকরণ বা বাচনভঙ্গি
১১. বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার
১২. পরিকল্পিত পুনরুক্তি
১৩. সংযোগের সম্পূর্ণতা সাধন
১৪. সমাপ্তিকরণ

পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ফার ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় আরও ৪টি দক্ষতাসহ মোট ১৮টি দক্ষতা তালিকাভুক্ত করে। সেগুলো হলো–

১৫. শ্রবণ-দর্শন উপকরণের ব্যবহার
১৬. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা
১৭. দলগত আলোচনার উৎসাহ
১৮. শিক্ষকের ব্যাখ্যা।

অণুশিক্ষণ চক্র

অণুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাসমূহ কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষককে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো হলো–

১. পাঠদান
২. ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক
৩. পুন:পরিকল্পনা
৪. পুন:পাঠদান
৫. পুন:ফলাবর্তন।

এ ধাপ পাঁচটি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। চক্রটি নিম্নরূপ–

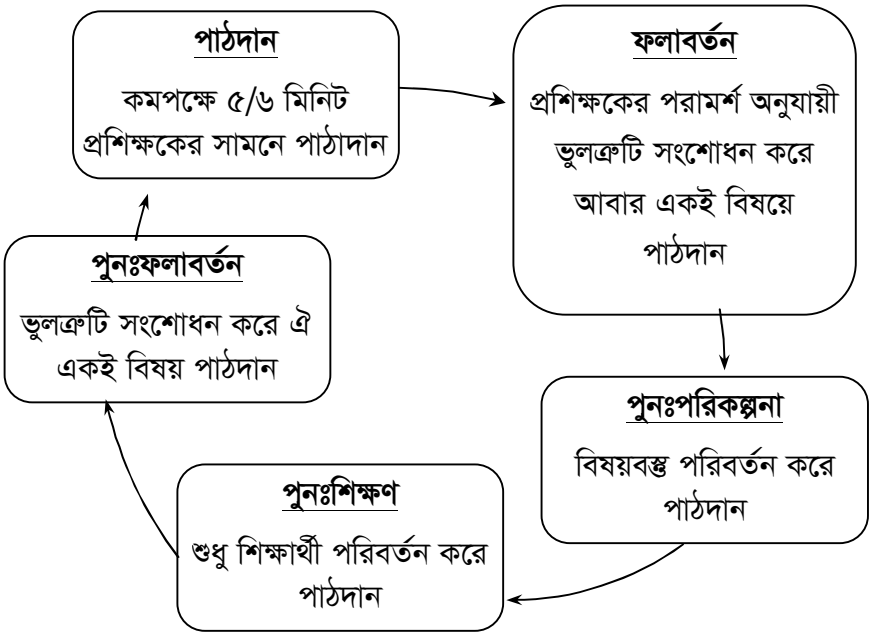

মূল্যায়ন

১। অণুশিক্ষণ বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২। অণুশিক্ষণের দক্ষতাসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

৩। অণুশিক্ষণের চক্র বলতে কী বুঝায়। কেন একে অণুশিক্ষণের চক্র বলা হয়?

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজেরা করুন।

পর্ব- খ

নিজেরা করুন।

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৯**

ছদ্ম শিক্ষণ (সিমুলেশন) এবং ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম এবং শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ২

ভূমিকা

শিক্ষার্থী বন্ধু, সিমুলেশন কথাটি নতুন মনে হলেও আমরা কিন্তু কম-বেশি এর প্রয়োগ জানি। সিমুলেশন শিক্ষণ কার্যক্রমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। কারণ এ পদ্ধতিতে শিক্ষক সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক, পথ প্রদর্শক, পরামর্শক হিসেবে শিখনকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলেন। এই কর্মকেন্দ্রিকতার কারণেই শিক্ষা হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক ও ক্লান্তিহীন। তথ্য সরবরাহ, তৎপরতা এবং সংশ্লেষণের দরুন অংশগ্রহণকারীদের অনেকগুলো ইন্দ্রিয়কে এ ব্যবস্থায় শিখনে ব্যবহার করা যায়।

বক্তৃতা ছাড়াও সিমুলেশনে প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, আরোহী-অবরোহী, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এ ধরনের পরিবর্তনের ফসল হিসেবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্র লাভ করে একজন গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষক। কাজেই শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এখন সে আলোচনায় অগ্রসর হব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- সিমুলেশন-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- ভালো শিক্ষক তৈরিতে সিমুলেশন ও ফলাবর্তনের প্রভাব নির্ণয় করতে পারবেন।
- সিমুলেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষণ-শিখনে সৃষ্ট দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সিমুলেশন–এর চক্রাকার ধাপসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সিমুলেশন-এর পরিচিতি

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এ পর্বে আমরা সিমুলেশন বলতে কী বোঝায় তা নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

শিক্ষাদানের যে কৌশল বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কোনো বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা চিত্রায়নের চেষ্টা করে তাকে সিমুলেশন বলে। সিমুলেশন হলো এমন একটি শিক্ষণ কৌশল যা বয়স্ক অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও আচরণিক পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে। সিমুলেশন হলো বাস্তব পরিস্থিতির একটি সরলীকৃত মডেল (চ্যাপিন, ১৯৬৯)। সিমুলেশন হলো বাস্তব বিশ্ব পরিস্থিতির অবিকল চিত্র, যা শিখনের জন্য খুবই মূল্যবান। শিক্ষামূলক সিমুলেশন একজন ব্যক্তিকে এ ব্যবস্থার একজন কর্মক্ষম সদস্য হিসেবে সৃষ্টি করে এবং লক্ষ্য স্থিরকরণে, কর্মসূচি প্রণয়নে, তথ্য বিশ্লেষণে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলে (Klietsch)।

প্রিয় শিক্ষার্থী, উপরের আলোচনা থেকে আমরা যে ধারণা পেলাম সে আলোকে সিমুলেশন-এর একটি সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করুন। এবার নিচের বক্সটিতে ৫মিনিট চিন্তা করে সিমুলেশনের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা লিখুন।

.....
.....
.....
.....
.....
.....

পর্ব- খঃ ভালো শিক্ষক তৈরিতে সিমুলেশন ও ফলাবর্তনের প্রভাব

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ভেবে দেখুন ও বলুন, সিমুলেশন ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে একজন ভালো শিক্ষক তৈরি করা যায়।

সিমুলেশন-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে পাঠ উপস্থাপন করেন। তার পাঠ উপস্থাপনের দুর্বলতাগুলোকে তারই সহকর্মী প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক গঠনমূলক আলোচনা/ সমালোচনার মাধ্যমে শুধরে নিতে সাহায্য করেন।

একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে দিয়ে যদি একই বিষয়ে/বা বিভিন্ন বিষয়ে সিমুলেশনের মাধ্যমে কয়েকটি পাঠ উপস্থাপন করানো যায় এবং ফলাবর্তনের মাধ্যমে তাকে শুধরে নেওয়া যায় তাহলে শিক্ষক হিসেবে কার্য সম্পাদনের জন্য তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য, ধীর-স্থির ও গতিশীল মনোভাব সৃষ্টি হবে। শিক্ষার্থীদের সমস্যা শোনার এবং সমাধানের মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীগণ ছাত্রের, শিক্ষকের এবং মূল্যায়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতে শিক্ষক সাহায্যদানকারী ও প্রেষণাদানকারীর ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষার্থী বন্ধু আসুন, এবার একজন ভালো শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সিমুলেশন ও ফলাবর্তনের প্রভাবগুলো শনাক্ত করুন ও নিচে লিখুন।

১. শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান সমৃদ্ধ করে।

২.বাস্তব পরিস্থিতির প্রকৃত ধারণা চিত্রায়িত করে।

৩.

৪.

৫.

পর্ব- গঃ সিমুলেশনের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সিমুলেশন-এর মাধ্যমে শিক্ষাদানের দুর্বলতাগুলো কী, সে বিষয়ে আলোকপাত করাই এ পর্বের লক্ষ্য। বন্ধুরা, আপনারা বিষয়টি নিয়ে ভাবুন এবং নিচে সিমুলেশন-এর দুর্বলতাগুলো উল্লেখ করুন।

১.

২.

৩.

৪.

পর্ব- ঘঃ সিমুলেশন-এর চক্রাকার ধাপ–

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সিমুলেশনের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের কৌশলসমূহ অর্জনের জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হয়। শিক্ষার্থী বন্ধু, আসুন ধাপসমূহ কী কী তা আমরা জেনে নেই।

ধাপগুলো নিম্নরূপ:

- পাঠদান
- ফলাবর্তন
- পুন:পরিকল্পনা → বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে পাঠদান
- পুন:ফলাবর্তন
- পুন:শিক্ষণ
- পুন:ফলাবর্তন

পাঠদান
একজন অংশগ্রহণকারীর ৮ মিনিট অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সামনে পাঠদান
ফলাবর্তন
শিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুযায়ী দুর্বলতা সংশোধন করে আবার একই বিষয়ে পাঠদান
পুনঃপরিকল্পনা
বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে পাঠদান
ফলাবর্তন
শিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুযায়ী দুর্বলতা সংশোধন করে পরিবর্তিত বিষয়বস্তুতে পাঠদান
পুনঃশিক্ষণ
অংশগ্রহণকারী পরিবর্তন করে পাঠদান
পুনঃফলাবর্তন
দুর্বলতা সংশোধন করে একই বিষয়ে পাঠদান

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৯**

মূল শিখনীয় বিষয়
ভালো শিক্ষক তৈরিতে সিমুলেশন ও ফলাবর্তনের প্রভাব

- শিক্ষাদানের যে কৌশল বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকৃত ধারণা চিত্রায়নের চেষ্টা করে তাকে সিমুলেশন বলে। এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীগণ ছাত্র, শিক্ষক এবং মূল্যায়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতে শিক্ষক সাহায্যদানকারী ও প্রেষণাদানকারীর ভূমিকা পালন করেন।
- সিমুলেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে পাঠ উপস্থাপন করেন। তার পাঠ উপস্থাপনের দুর্বলতাগুলোকে তারই সহকর্মী প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক গঠনমূলক আলোচনা/সমালোচনার মাধ্যমে শুধরে নিতে সাহায্য করেন।
- একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে দিয়ে যদি একই বিষয়ে বা বিভিন্ন বিষয়ে সিমুলেশন-এর মাধ্যমে কয়েকটি পাঠ উপস্থাপন করানো যায় এবং ফলাবর্তনের মাধ্যমে তাকে শুধরে নেওয়া যায় তাহলে শিক্ষক হিসেবে কার্যসম্পাদনের জন্য তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, ধীর-স্থির ও গতিশীল মনোভাব সৃষ্টি হবে। শিক্ষার্থীদের সমস্যা শোনার এবং সমাধানের মানসিকতা সৃষ্টি হবে।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষক সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক, পথ প্রদর্শক, পরামর্শক হিসেবে শিখনকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলেন। এ কর্মকেন্দ্রিকতার কারণেই শিক্ষা হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক ও ক্লান্তিহীন। তথ্য সরবরাহ, তৎপরতা এবং সংশ্লেষণের দরুন অংশগ্রহণকারীদের অনেকগুলো ইন্দ্রিয় এ ব্যবস্থায় শিখনে ব্যবহার করা যায়।
- বক্তৃতা ছাড়াও সিমুলেশনে প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, আরোহী-অবরোহী, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারীর জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এ ধরনের পরিবর্তনের ফসল হিসেবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্র লাভ করে গুণগত মানসম্পন্ন ভালো শিক্ষক।

সিমুলেশনের চক্রাকার ধাপসমূহ

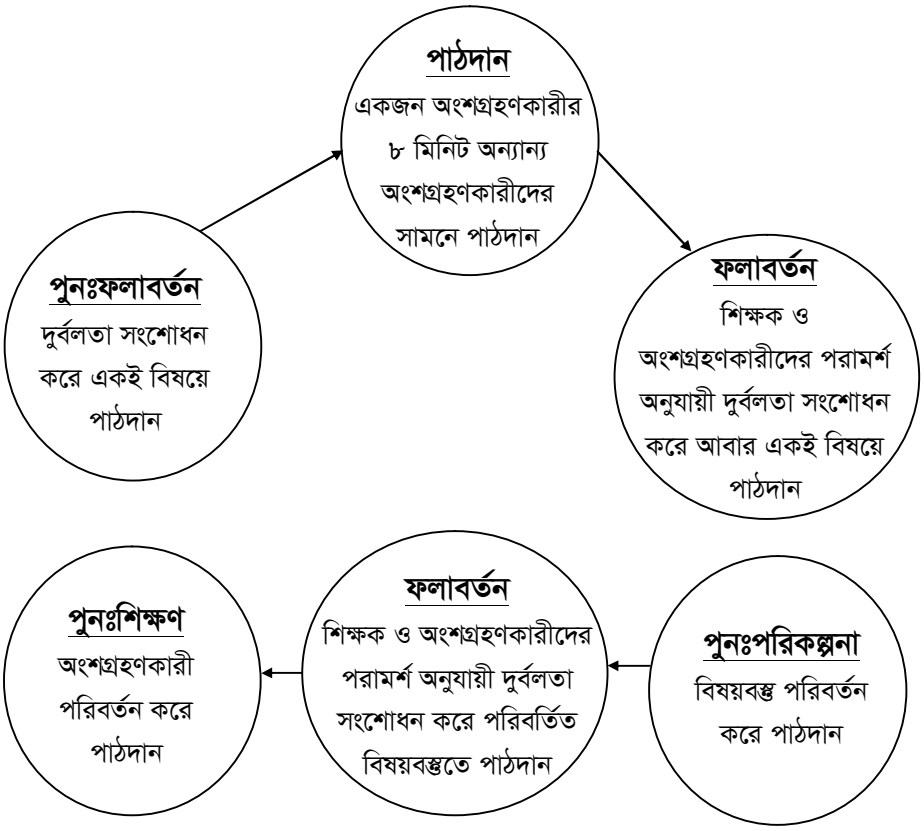

সিমুলেশন ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির ধনাত্মক দিকগুলো:

- বাস্তব পরিবেশের মডেল তৈরি করে;
- পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার করে;
- শিখনের সময় কমিয়ে দেয়;
- কোনো কোনো সময়/প্রয়োজনে শিখনের সময় বাড়িয়ে দেয়;
- অংশগ্রহণকারীদের শিখনে উদ্বুদ্ধ করে;
- শিখনের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে;
- অংশগ্রহণকারীদের মাঝে শিখনের প্রতি ধনাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করে;
- ধৈর্যের সাথে বার বার ত্রুটি সংশোধন করে শিখনে পরিপূর্ণতা আনে;
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে মূল্যায়নকারী নিয়োগ করে তাদের গঠনমূলক সমালোচক, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ববান বানিয়ে দেয়;
- অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরি করে;
- পর্যায়ক্রমে সকলকে পাঠদানকারী, মূল্যায়নকারী বানিয়ে দেয়;
- শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানসমৃদ্ধ করে;
- দলগত আলোচনা/পর্যালোচনা/সমালোচনার মাধ্যমে সমষ্টিগত মনোভাবের প্রতি সম্মান সৃষ্টি করে;
- বাস্তব পরিস্থিতির প্রকৃত ধারণা চিত্রায়িত করে;
- শিক্ষক সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে;
- বাস্তব জীবনে কম সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে;
- সিমুলেশনে অংশগ্রহণকারীদের একাধিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বয় সাধনে উৎসাহিত করে;
- অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়ন করে;
- শিক্ষকের তুলনায় অংশগ্রহণকারীদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করে;
- অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, দক্ষতা প্রভৃতি প্রভাবিত করে;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করে;
- বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণকারীদের সচেতনতা সৃষ্টি করে।

সিমুলেশন-এর দুর্বলতার চার্ট

দুর্বলতাসমূহ:

- এতে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষাদানের কৌশল আয়ত্ত করানোর চেষ্টা করা হয়, তাই অংশগ্রহণকারী প্রকৃত অবস্থার তুলনায় কম মনোযোগী হয়।
- বাস্তবতাকে কৃত্রিম পরিবেশের মাধ্যমে উপস্থাপনের দরুন বাস্তবতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীর মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

- বাস্তব পরিস্থিতি বিকৃত হতে পারে।
- প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ করতে না পারলে এবং ভালোভাবে আলোচনা না হলে এ পদ্ধতিতে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা যায় না।
- ক্লাশ সাইজ (Size) বড় হলে কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা কমে যায়।
- এতে শিক্ষকদের ভালোভাবে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। অনেক শিক্ষকই সে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন না, তাই আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয় না।
- উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রয়োজনীয় অডিও-ভিজ্যুয়াল সহায়তা ও কম্পিউটারের অভাবে এতে ভালো ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
- সিমুলেশন অংশগ্রহণকারীদের শিখনের একাগ্রতাকে কোনো কোনো সময় কমিয়ে দেয়।
- এতে শিখনের অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগে কম গুরুত্বারোপ করা হয়।

মূল্যায়নঃ

১। সিমুলেশন কাকে বলে?

২। সিমুলেশন ও ফলাবর্তনের প্রভাবগুলো কী কী?

৩। সিমুলেশনের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজে করুন।

পর্ব- খ

দুর্বলতা পর্যায়- ১

- অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন
- পাঠ বিভক্তিকরণে
- প্রশ্ন উত্থাপনে
- চকবোর্ড ব্যবহারে
- পরবর্তী ক্লাসের নির্দেশিত পাঠ প্রদানে

দুর্বলতা পর্যায়- ২

- পাঠ বিভক্তিকরণে
- প্রশ্নের উত্তর দানে
- সমাপনী বক্তব্যে

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ২০**

ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ৩

ভূমিকা

শিক্ষণ শিখন পদ্ধতির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে ফলাবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফলাবর্তনের সাহায্যে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিতকরণও মানোন্নয়নের পরামর্শ প্রদানে গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নিজের সবল দিকগুলোকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ পায় এবং দুর্বল দিকগুলো দূরীকরণের মাধ্যমে শিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়নে প্রয়াস চালাতে পারেন।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- ফলাবর্তনের ধারণা ব্যখ্যা করতে পারবেন।
- ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষণ পদ্ধতি ফলাবর্তনের বিভিন্ন মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি নির্বাচনের বিশেষ দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ ফলাবর্তন পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, একটি সম্পাদিত কাজের সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং এর মান সম্পর্কে অন্য আর একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্য প্রদান ও পরামর্শ দেওয়াকে ফলাবর্তন বলা হয়। যেমন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সুপারভাইজার প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় অনুশীলন পাঠ পর্যবেক্ষণ করে সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করেন এবং দুর্বলতা দূর করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ প্রক্রিয়াটি হলো ফলাবর্তন। বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতির মানোন্নয়নে এ ধরনের ফলাবর্তন প্রদান করতে পারেন।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, ফলাবর্তন সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত ধারণার আলোকে ফলাবর্তনের ধাপগুলো নিচের ছকে এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। ধারাবাহিকভাবে ক্রমিক নম্বর প্রদানের মাধ্যমে কোন কাজটির পর কোনটি করা প্রয়োজন চিহ্নিত করুন। এবং পরবর্তীতে সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন আপনার ধারণা সঠিক আছে কিনা।

ফলাবর্তনের ধাপ	ক্রমিক নং
কাজ/ধাপ	
পর্যবেক্ষণ	
তথ্য প্রদান/অবহিতকরণ	
ফলাবর্তনের বিয়য় চিহ্নিতকরণ	১
সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ	
মানোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান	

পর্ব- খঃ ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করার গুরুত্ব

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষণ পদ্ধতির মানোন্নয়নে ফলাবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন্ধুরা, এবার ফলাবর্তন শিক্ষণের মানোন্নয়নে কী ভূমিকা রাখতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

শিক্ষণের মানোন্নয়নে ফলাবর্তনের ভূমিকা	
১. দুর্বল দিকের উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠদান করা যায়।	৬.
২.	৭.
৩.	৮.
৪.	৯.
৫.	১০.

পর্ব- গঃ শিক্ষণ পদ্ধতি ফলাবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ফলাবর্তন প্রদানের বিভিন্ন উপায় আছে। আপনি বিএড প্রোগ্রামের একজন প্রশিক্ষণার্থী। আপনি আপনার একজন সহপাঠী বিএড প্রশিক্ষণার্থীর অনুশীলন পাঠ পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে কী কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আপনি ফলাবর্তন দিতে পারেন সে সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং নিচের বক্সে উল্লেখ করুন।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

পর্ব- ঘঃ ফলাবর্তন প্রদানের মৌলিক নীতিমালা

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ফলাবর্তন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে আপনি যেমন আপনার প্রশিক্ষকের কাছ থেকে ফলাবর্তন পেতে পারেন, তেমনই একজন বিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে আপনি আপনার সহকর্মী/সহপাঠী শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন দিতে পারেন। এভাবে পারস্পরিক ফলাবর্তন প্রদান শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির মানোন্নয়নের একটি ফলপ্রসূ উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে।

ফলাবর্তন প্রদানের কিছু মূলনীতি আছে, যার অনুসরণ ফলাবর্তনের উপযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। নিচের ছকে কতগুলো বক্তব্য রয়েছে। যেগুলো ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিমালা হিসেবে অনুসরণ করা উচিত সেখানে 'একমত'-এর ঘরে এবং যেগুলো সম্পর্কে একমত নন সেখানে 'একমত নই'-এর ঘরে টিক চিহ্ন দিন।

ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিমালা

বক্তব্য	একমত	একমত নই
চেকলিস্ট অনুসরণ করতে হবে		
পূর্বেই শিক্ষককে জানাতে হবে		
সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই		
দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের সুপারিশ করতে হবে		

বক্তব্য	একমত	একমত নই
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে		
পর্যবেক্ষকের মন্তব্য হতে হবে সার্বিক		
নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না		
আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিয়য়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।		

পর্ব- ৬: শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি নির্বাচনে বিবেচিত দিক

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা জেনেছি শিক্ষণ-শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে। এগুলোর বিভিন্নটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। অর্থাৎ একটি পদ্ধতি/কৌশল একটি ক্ষেত্রে খুব বেশি উপযোগী হলেও অন্য ক্ষেত্রে তার ব্যবহারোপযোগিতা কম হতে পারে। অতএব শিক্ষক হিসেবে উপযুক্ত পদ্ধতি/কৌশল নির্বাচনের ওপর শিক্ষকের শিক্ষাদানের সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাই আপনাকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার ভেবে দেখুন, উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো দিকগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন। আপনার ধারণা উল্লেখ করে নিচের মাইন্ডম্যাপটি পূরণ করুন।

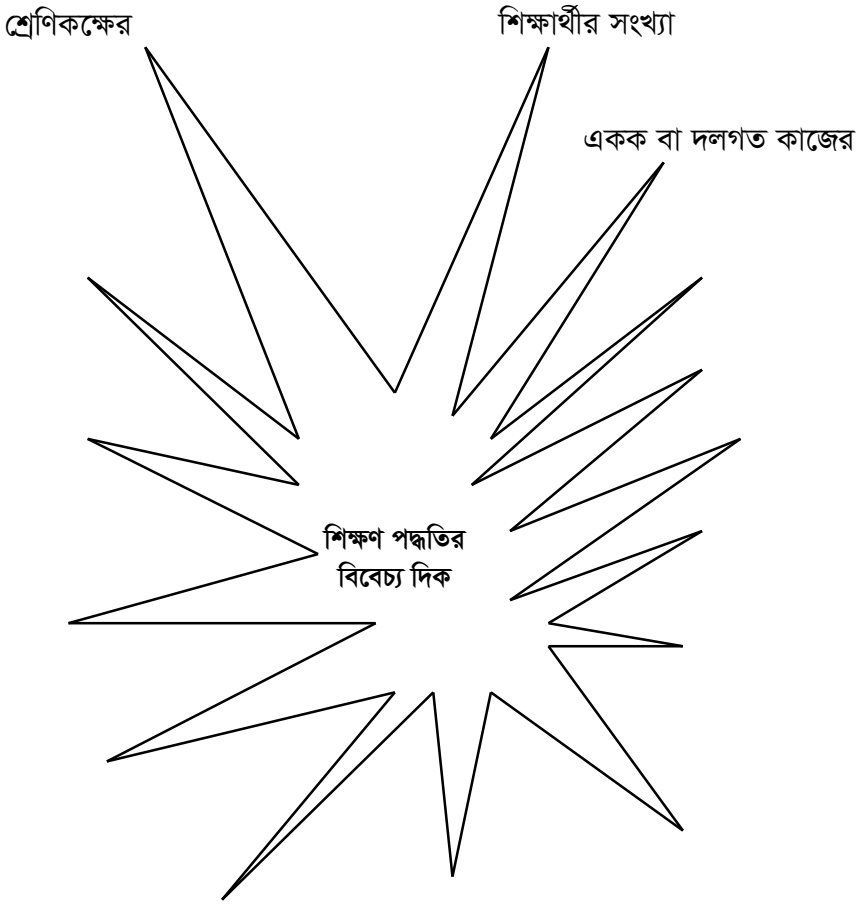
শ্রেণিকক্ষের
শিক্ষার্থীর সংখ্যা
একক বা দলগত কাজের
শিক্ষণ পদ্ধতির
বিবেচ্য দিক

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ২০**

মূল শিখনীয় বিষয়
ফলাবর্তন

শিক্ষার্থীকে তার শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সহায়ক তথ্য প্রদান বা পরামর্শ প্রদানকে ফলাবর্তন বলে। এর ফলে একটি সম্পাদিত কাজের সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং সম্পাদন প্রক্রিয়ার মান সম্পর্কে অন্যের মন্তব্যের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদনকারীকে পরবর্তী সময়ে কাজ সম্পাদনের মান উন্নয়নে সহায়তা করা সম্ভব হয়। এতে একদিকে পাঠ উপস্থাপনার সবল দিক সম্পর্কে জানা যায়; অন্যদিকে, প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থাপনায় যে সমস্যা থাকে তা কাটিয়ে উঠতে পর্যবেক্ষকের মতামত লাভ সম্ভব হয়। উক্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে ফলাবর্তন পাঠ উপস্থাপনকারীকে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান কার্যাবলির মান উন্নয়নে সহায়তা করে।

ফলাবর্তন প্রক্রিয়া

ফলাবর্তন প্রক্রিয়া বিভিন্নরকম হতে পারে–

১. **মৌখিক ফলাবর্তন:** এতে যে কোনো পাঠদান পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ শেষে এর সবল ও দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে পাঠ উপস্থাপকের সাথে পর্যবেক্ষক মৌখিকভাবে আলোচনা করেন।

২. **লিখিত ফলাবর্তন:** এটি পূর্বে প্রণীত প্রশ্নোত্তরিকা, চেকলিস্ট, পর্যবেক্ষণ গাইডলাইন ইত্যাদির ভিত্তিতে হতে পারে। পর্যবেক্ষক এগুলো পর্যালোচনার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত লিখিত ফলাবর্তন প্রদান করতে পারেন।

৩. **অডিও টেপ রেকর্ডিং:** আজকাল স্বল্প মূল্যে সহজে বহনযোগ্য অডিও টেপরেকর্ডিং বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকের কথোপকথন ও মিথস্ক্রিয়া রেকর্ডিং করে ফলাবর্তন দেওয়া যায়। তবে এটি একমুখী হওয়ায় শিখন পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না।

৪. **ভিডিও টেপ রেকর্ডিং:** এটি ফলাবর্তনের সবচেয়ে উপযোগী এবং শক্তিশালী মাধ্যম। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ ছাড়া শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি রেকর্ডিং ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ফলাবর্তন প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক উপায়ে ফলাবর্তন দেওয়া সম্ভব হয়।

তবে যেভাবেই ফলাবর্তন দেওয়া হোক না কেন তা হতে হবে নিয়মিত, উদ্দেশ্যমুখী, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত। শিক্ষক প্রশিক্ষণে নয়, বিদ্যালয়ে শ্রেণি শিক্ষণের মানোন্নয়নে ফলাবর্তন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা উচিত। বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোনো শিক্ষক নতুন ও স্বল্প

অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পাঠদান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ফলাবর্তন দিতে পারেন। অন্য বিদ্যালয় থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের আমন্ত্রণ করেও ফলাবর্তনের আয়োজন করা যায়।

ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিমালা

ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে কতগুলো মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত–

- কেবল দুর্বল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রদান নয়, সবল দিকগুলো সম্পর্কেও প্রশংসা করতে হবে।
- দুর্বল দিক চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান ও উৎসাহিত করতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের মন্তব্য হবে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য।
- এমনভাবে ফলাবর্তন দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর প্রেষণা, আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ভুল ধারণা সম্পর্কে উপলব্ধি জন্মে এবং শিক্ষার্থী তা শুধরে নিতে পারে।
- ফলাবর্তন প্রদানে শিক্ষার্থীকে সরাসরি আঘাত করা যাবে না। নেতিবাচক কথা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের মন্তব্যগুলো প্রশিক্ষাণার্থী শিক্ষককে নোটবুকে লিখে নিতে হবে যাতে সে সহজে এগুলো দেখতে পায় ও সে অনুযায়ী নিজে শিক্ষণ-শিখন কাজ পরিচালনা করতে পারে।

শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচনের বিবেচ্য দিক

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ফিডব্যাক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এতে প্রশিক্ষক ও পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষণ-এর সবলতা, দুর্বলতাগুলো শনাক্ত করেন; প্রশিক্ষণার্থী দুর্বলতাগুলো সারিয়ে তুলতে তৎপর হন। প্রশিক্ষণার্থী তার প্রশিক্ষক ও পর্যবেক্ষকের সমালোচনাকে গঠনমূলক, বস্তুনিষ্ঠ, সংশোধনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে থাকেন। আবার প্রশিক্ষক ও পর্যবেক্ষকের প্রশংসা প্রশিক্ষণার্থীকে গুণগতমানসম্পন্ন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে তৈরি হতে উৎসাহ যোগায়।

প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিবেচ্য দিক রয়েছে। বিবেচ্য দিকগুলো হলো– শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, একক বা দলগত কাজের সুযোগ, বিষয়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্যের প্রকৃতি, স্বল্প ব্যয়, সময়, সহজলভ্য উপকরণ, ব্যবহারিক কাজের সুযোগ, কাজের মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয়করণের মাত্রা, ধারণা গঠন, ভৌত সুযোগ-সুবিধা, পাঠের মধ্যকার সংগতি বিধান, গণতান্ত্রিক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ প্রভৃতি।

মূল্যায়ন

১. ভালো শিক্ষক তৈরিতে ফলাবর্তনের প্রভাব কতখানি?

২. বিদ্যালয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে ফলাবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

৩. এ পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন কোন দিক বিবেচনা করতে হবে এবং কেন?

৪. ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিগুলো অনুসৃত না হলে কী অসুবিধা হতে পারে?

৫. উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। এক্ষেত্রে বিবেচ্য দিকগুলো বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

ফলাবর্তনের ধাপ

পর্যবেক্ষণ	**২**
তথ্য প্রদান/অবহিতকরণ	**৪**
ফলাবর্তনের বিয়য় চিহ্নিতকরণ	**১**
সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ	**৩**
মানোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান	**৫**

পর্ব- খ

শিক্ষণের মানোন্নয়নে ফলাবর্তনের ভূমিকা

১. দুর্বল দিকের উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠদান করা যায়।	৬. স্বচ্ছ জ্ঞান চর্চা হয়।
২. উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করা যায়।	৭. আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়।
৩. প্রশ্ন করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।	৮. সার্বিকভাবে শিক্ষণ কাজের মান উন্নত হয়।
৪. অন্যের ত্রুটি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নিজের শিক্ষণের সংশোধন করা যায়।	৯. শিক্ষণের মানোন্নয়নের পরিবেশ তৈরি হয়।
৫. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হয়।	১০. মানোন্নয়নের একটি সহজ প্রক্রিয়া।

পর্ব- গ

শিক্ষণ পদ্ধতি ফলাবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

১. মৌখিক ফলাবর্তন
২. লিখিত ফলাবর্তন
৩. অডিও টেপ রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে ফলাবর্তন
৪. ভিডিও টেপ রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে ফলাবর্তন।

পর্ব- ঘ

ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিমালা

বক্তব্য	একমত	একমত নই
চেকলিস্ট অনুসরণ করতে হবে।	√	
পূর্বেই শিক্ষককে জানাতে হবে।	√	
সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই।		√
দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের সুপারিশ করতে হবে।	√	
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।	√	
পর্যবেক্ষকের মন্তব্য হতে হবে সার্বিক।		√
নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না।	√	
আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের সুপারিশকৃত বিষয় ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।		√

পর্ব- ঙ

শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচনের বিবেচ্য দিক

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, একক বা দলগত কাজের সুযোগ, বিষয়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্যের প্রকৃতি, সময়, কম ব্যয়বহুল, সহজলভ্য উপকরণ, ব্যবহারিক কাজের সুযোগ, সক্রিয়করণ, কাজের মাধ্যমে শিক্ষা, ধারণা গঠন, ভৌত সুযোগ সুবিধা, পাঠের মধ্যে সঙ্গতি, সৃজনশীল ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশ, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ইত্যাদি।

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ২১**

অংশগ্রহণ, শিখন ফল এবং পরিকল্পনায় প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন

ভূমিকা

শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতার কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়। অতএব শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন মানসম্মত শিক্ষা কর্মকাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন করতে হলে এর বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। যেমন– শিক্ষকের পাঠদান কতটা অংশগ্রহণমূলক ছিল, শিক্ষার্থীরা শিখনফল কতটা অর্জন করেছে, শিক্ষকের পাঠদান পরিকল্পনা কতটা কার্যকরী ছিল, মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ ছিল কি না ইত্যাদি বিভিন্ন দিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল আছে। প্রতিফলন এক্ষেত্রে ব্যবহার-উপযোগী একটি অন্যতম মূল্যায়ন কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অধিবেশনে শিক্ষণের অন্যতম তিনটি দিক– অংশগ্রহণ, শিখনফল এবং পরিকল্পনার প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- প্রতিফলন কী ও কেন বলতে পারবেন।
- প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের ধাপ ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণ, শিখনফল এবং পরিকল্পনার প্রতিফলনের গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারবেন।
- মূল্যায়নের ধারণা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের হাতিয়ারগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: প্রতিফলন কী ও কেন?

প্রতিফলন এক ধরনের মূল্যায়ন কৌশল। এর মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে সহজেই আপনি আপনার শিক্ষণ দক্ষতা মূল্যায়ন করতে পারেন। নিচে উল্লিখিত প্রতিফলন সম্পর্কিত কেস স্টাডিটি পড়ুন ও নিচে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।

আরিফুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষক। তিনি বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিতে নিয়মিত পাঠ উপস্থাপন করেন। কিছুদিন পাঠ প্রদানের পর তিনি লক্ষ করলেন শিক্ষার্থীরা পাঠ চলাকালীন সময়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। পাঠে আনন্দ পায় না। সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে পাঠে অগ্রগতি অর্জন করতে পারছে না। তিনি সমস্যার কারণ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রথমে আত্মসমালোচনা হিসেবে নিজের পাঠদান পদ্ধতির বিশ্লেষণ করলেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের সাথে এ সম্পর্কে কথা বললেন। সহকর্মীদের সাথেও এ বিষয়ে আলাপ করলেন। অবশেষে তিনি কেবলমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহারকে সমস্যার একটি অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেন ও সমস্যার সমাধান হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণমূলক কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর ভাল ফলাফল লাভ করলেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ওপরের কেইস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত ধারণার আলোকে প্রতিফলন সম্পর্কে নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর লিখুন।

প্রতিফলন কী?

শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিফলনমূলক অনুশীলন কেন প্রয়োজন? আপনার ধারণা নিচের ধারণা চিত্রে উপস্থাপন করুন।

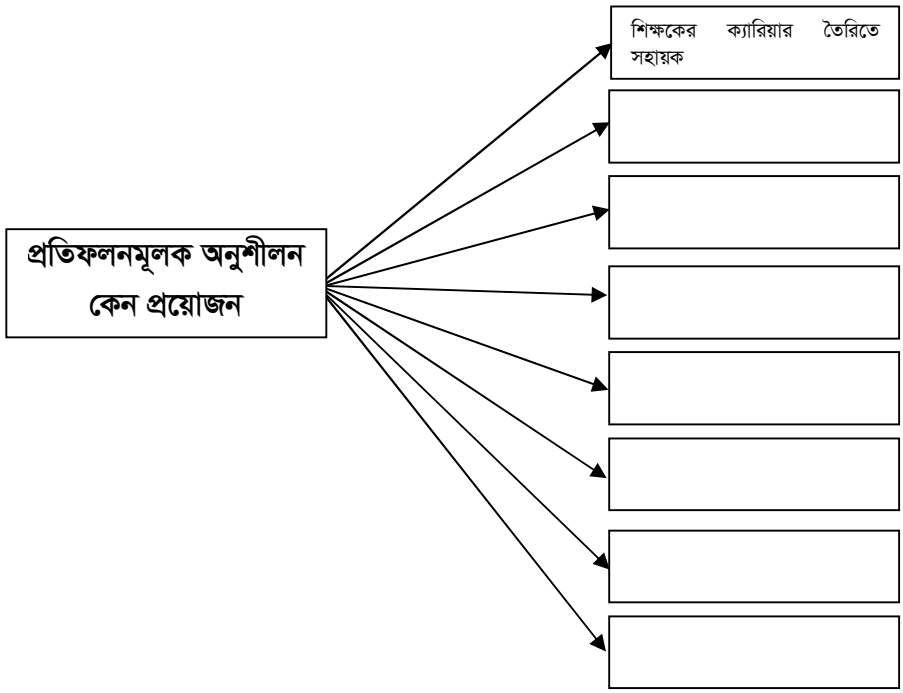

পর্ব- খঃ প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের ধাপ ও প্রক্রিয়া

পিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রতিফলনমূলক অনুশীলন একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। এটি কেবল পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। বন্ধুরা, প্রতিফলনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কী দরকার হতে পারে। সে বিষয়ে তিন মিনিট চিন্তা করুন এবং নিচের চক্রটি পূরণ করুন। লক্ষ্য শেষে সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে আপনাদের ধারণা সমৃদ্ধ করুন।

পর্যবেক্ষণের ধাপ

পর্ব- গঃ অংশগ্রহণ, শিখনফল ও পরিকল্পনায় প্রতিফলনের গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আধুনিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো অংশগ্রহণমূলক। এতে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ ও সক্রিয় মানসিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে। ফলে শিক্ষার্থীর ভূমিকা থাকে মুখ্য। শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। শিক্ষক এ কাজটি কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পেরেছেন তার ওপর শিক্ষণের সফলতা অনেকটা নির্ভর করে। অতএব, শিক্ষকের শিক্ষণ কতটা অংশগ্রহণমূলক ছিল তা মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো বিষয়ের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীর আচরণের কী পরিবর্তন হবে অর্থাৎ তারা কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ বা বিবৃত করাই হলো ঐ পাঠের শিখনফল। শিখনফল ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা হয়। শিক্ষক কর্তৃক উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর শিখনফল অর্জনের মাত্রা বহুলাংশে নির্ভর করে। অতএব, শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হলো মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। কার্যকরী শিক্ষণের অভাবে শিখনফল অর্জন ব্যহত হতে পারে। শিখনফল অর্জনের মাত্রা দেখে ধারণা করা যায় শিক্ষক কতটা সফলতার সাথে পাঠ দিয়েছেন। তাই শিক্ষকের প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন করে দেখা উচিত তার শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত শিখনফল কতটা অর্জন করেছে।

কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার রূপরেখা হলো পরিকল্পনা। এটি যেকোনো কাজের সফলতার চাবিকাঠি। শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনার যথার্থতার ওপর শিক্ষকের শিক্ষাদানের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। অতএব পরিকল্পনা যথাযথ ছিল কিনা সেটাও মূল্যায়ন করে দেখা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনায় লক্ষণীয় যে শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, অংশগ্রহণ ও শিখনফল যাচাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, এগুলো নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে এগুলোর ফলপ্রসূতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে এ কাজটি আপনি খুব সহজেই করতে পারেন। এর জন্য অন্য কিছুর সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। আপনি নিজে নিজে একটি সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এবং বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যাটির সমাধান এবং ফলপ্রসূতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার মাথা খাটিয়ে বলুন পরিকল্পনা, অংশগ্রহণ ও শিখনফল প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কোন কোন দিকগুলো পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা উচিত। সম্ভব হলে সহপাঠী ও সহকর্মীদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

অংশগ্রহণ, শিখনফল ও পরিকল্পনায় প্রতিফলনের বিভিন্ন দিক

পরিকল্পনার প্রতিফলন	অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রতিফলন	শিখনফলের প্রতিফলন
▪ পরিকল্পনা করেছেন কিনা?	▪ শিক্ষণ অংশগ্রহণমূলক ছিল কি না?	▪ শিক্ষণ চিহ্নিত শিখনফল অর্জনে সহায়ক ছিল কি না?

পর্ব- গঃ মূল্যায়ন কী?

শিক্ষার্থী বন্ধুরা মূল্যায়ন কী সে সম্পর্কে আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন। মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনার অর্জিত ধারণা নিচে উল্লেখ করুন।

পর্ব- ৬ঃ শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

শিক্ষার্থীবৃন্দ, মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন। এটি শিক্ষণের ফলপ্রসূতা যাচাইয়ের একটি অন্যতম উপায়। মূল্যায়ন পাঠ চলাকালীন ও পাঠশেষে হতে পারে। শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এর কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভেবে দেখুন এ বৈশিষ্টগুলো কী হতে পারে? এবার নিচের ফাঁকা জায়গায় আপনার ধারণা লিখুন। লেখা শেষে সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন আপনার ধারণা সঠিক কিনা।

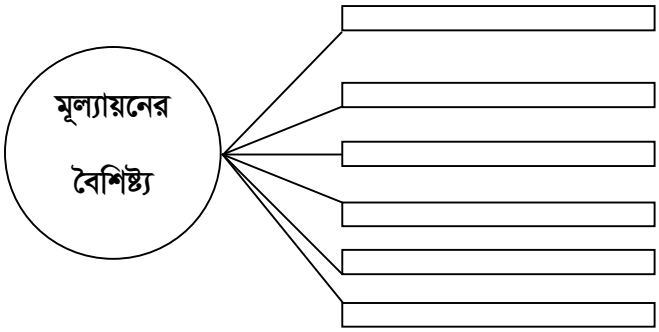

গুরুত্ব

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং সহপাঠীদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করুন। নিজের ভাষায় আপনার ধারণা নোট বুকে লিখুন ও অধিবেশন শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

পর্ব- চঃ শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের হাতিয়ার

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের বিভিন্ন হাতিয়ার আছে। নিচে এর একটি চার্ট আছে। চার্ট থেকে কোনটি শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ, শিখনফল এবং পরিকল্পনায় প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলপ্রসূতা যাচাই করা যায় তাতে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক্রমিক নং	ফলপ্রসূতা মূল্যায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	টিক (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন
১.	শ্রেণির কাজ	
২.	শ্রেণির পরীক্ষা	
৩.	সাপ্তাহিক পরীক্ষা	
৪.	শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্ন	
৫.	পাঠ বা পাঠের অংশ উপস্থাপন	

ক্রমিক নং	ফলপ্রসূতা মূল্যায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	টিক (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন
৬.	অভিনয়	
৭.	মাসিক পরীক্ষা	
৮.	হাতের কাজ	
৯.	ব্যবহারিক কাজ	
১০.	বার্ষিক পরীক্ষা	
১১.	এসাইনমেন্ট	
১২.	টার্ম পেপার	
১৩.	ষান্মাসিক পরীক্ষা	
১৪.	বিতর্ক	
১৫.	মুক্ত আলোচনা	
১৬.	সমস্যার সমাধান	
১৭.	সাময়িক পরীক্ষা	
১৮.	কর্মতৎপরতা	
১৯.	কাজের নৈপুণ্যতা	
২০.	দক্ষতা	

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ২১**

মূল শিখনীয় বিষয়

অংশগ্রহণ, শিখনফল এবং পরিকল্পনায় প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন

আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করি তার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। ব্যক্তির আচরণের কতটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা জানার জন্য মূল্যায়নের প্রয়োজন। মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করার কাজে মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শ্রেণি পাঠদানে পরিকল্পনা, শিখনফল এবং অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তা প্রতিফলনের মাধ্যমে যাচাই করা প্রয়োজন। প্রথমে আমাদের জানা দরকার, মূল্যায়ন কী?

মূল্যায়ন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো– 'কোনো কিছুর ওপর মূল্য আরোপ করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীর সামাজিক বিজ্ঞান পরীক্ষার খাতা দেখে তাতে নম্বর দিলেন ৯০। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য তিনি মন্তব্য করলেন ''শিক্ষার্থীটি সামাজিক বিজ্ঞানে খুব ভালো।'' এখানে শিক্ষার্থীটি সামাজিক বিজ্ঞানে খুব ভালো– এটি হলো মূল্যায়ন। নিচে মূল্যায়নের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল–

''যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোনো কার্যক্রমে বিবৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমাদের নির্ধারিত মানদণ্ড ও আদর্শ অনুসারে কার্যক্রমটির কার্য প্রক্রিয়া বা ফলাফল কতটুকু সন্তোষজনক তা পরীক্ষা বা যাচাই করা যায় তাকে মূল্যায়ন বলে'' টাকম্যান।

''যে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষার লক্ষ্যে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা বিচার করা যায় তাকে মূল্যায়ন বলে''– সুশীল রায়।

''শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ উদ্দেশ্যের কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়াই হলো মূল্যায়ন''– গ্রনল্যান্ড ও লিন।

পরবর্তীতে সুশীল রায় মূল্যায়নের একটি কার্যকরী সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হল– ''শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষণ-শিখন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতির মান বিচার করে যে অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, তাই হলো মূল্যায়ন।''

স্টিভেনের মতে– ''কোনো কিছু সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে মূল্য নিরূপণের প্রচেষ্টা হলো মূল্যায়ন।''

স্টেকের মতে– ''একটি পূর্ব নির্ধারিত মানের সঙ্গে অর্জিত মান পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলনাকরণের তথ্য নিরূপণ প্রক্রিয়াই মূল্যায়ন।''

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন

একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রতি মুহূর্তে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এর ফলে তিনি অনেক তথ্য সঞ্চয় করতে পারেন যা তাকে তার পেশাগত সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ইচ্ছামতো শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। প্রাক-মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয় জ্ঞান পরিমাপ করে সে অনুসারে শিক্ষণ পরিকল্পনা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন কতটা সাধিত হলো তা পরিমাপের উদ্দেশ্যে শিক্ষক এরূপ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন। শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, অনুধাবন, প্রয়োগ ক্ষমতা, প্রেষণা সৃষ্টি ইত্যাদি পরিমাপের জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন করেন।

শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

১. এটি একটি চলমান এবং অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

২. শিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয়।

৩. এটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৪. শিখন উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করতে সক্ষম।

৫. শিক্ষাদানের পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করে দেয়।

৬. এর মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণের ধরন ও ব্যবহার পরিবর্তন করা যায়।

শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের গুরুত্ব

অংশগ্রহণ, শিখনফল এবং পরিকল্পনায় প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো:

১. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত অগ্রগতি বা পারদর্শিতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

২. এরূপ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ নির্বাচন ও তা ব্যবহারের ধরন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করতে পারেন।

৩. এটি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করে তোলে।

৪. এর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই উপকৃত হয়।

৫. এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়।

৬. এরূপ মূল্যায়নের ফলে শিক্ষক কার্যকরীভাবে তার শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

৭. এর মাধ্যমে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলেই নিজ নিজ অর্জন সম্পর্কে জানতে পারেন।

শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের হাতিয়ার

একজন ব্যস্ত শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তার পরিকল্পনা, পেশাগত সক্রিয়তা, দক্ষতা, শিখন ফল, শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ইত্যাদি প্রতি মুহূর্তে মূল্যায়ন করতে পারেন। তিনি শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। যথা: শ্রেণির কাজ; শ্রেণির পরীক্ষা; শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্ন; পাঠ বা পাঠের অংশ উপস্থাপন; অভিনয়; হাতের কাজ; ব্যবহারিক কাজ; এ্যাসাইনমেন্ট; টার্ম পেপার; বিতর্ক; মুক্ত আলোচনা; সমস্যার সমাধান; কর্মতৎপরতা; কাজের নৈপুণ্যতা; দক্ষতা।

এছাড়াও শিক্ষক প্রতিনিয়ত প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন করতে পারেন। বিষয়টি নির্ভর করবে শিক্ষকের দক্ষতা, আন্তরিকতা এবং শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর।

শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা

- শিক্ষক পারদর্শী বা অভিজ্ঞ না হলে মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।
- অভিভাবকগণ কোন কোন সময় এরূপ মূল্যায়নের তাৎপর্য বুঝতে পারেন না।
- শিক্ষকের পক্ষপাতিত্ব করার সম্ভাবনা থাকে।
- দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এটি কার্যকর নাও হতে পারে।

মূল্যায়ন

১. শিক্ষণের ফলপ্রসূতা বলতে কী বুঝায়? একজন শিক্ষকের ফলপ্রসূতা কেন মূল্যায়ন করা প্রয়োজন? এটি না করা হলে কী অসুবিধা হতে পারে?

২. প্রতিফলনমূলক অনুশীলন শিক্ষণের মানোন্নয়নে কীভাবে সহায়ক হতে পারে?

৩. প্রতিফলনমূলক অনুশীলন কেন কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না? এ ক্ষেত্রে আর কী ধাপ অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং কীভাবে?

৪. শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে পাঠদানের অথবা বিএড প্রোগ্রামের অনুশীলন পাঠদানের সময় আপনার শিক্ষণের নিম্নোক্ত দিকগুলো নিয়ে প্রতিফলন করুন এবং সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

৫. বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষণ পরিকল্পনা, শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এবং শিখনফল অর্জন সম্পর্কে প্রতিফলন করা প্রয়োজন কেন?

পর্ব- ক

প্রতিফলন হলো এক ধরনের মূল্যায়ন কৌশল যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেই নিজের কোনো কাজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং পরবর্তীতে চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ সংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে সে কাজের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পারে। আয়নায় নিজের চেহারা বা শরীর প্রতিফলনের মাধ্যমে যেমন নিজের অবস্থা বোঝা যায় তেমনি কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজ সম্পর্কে প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিফলনমূলক অনুশীলন শিক্ষকের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিক্ষক তার শিক্ষণের মান উন্নয়ন করতে পারেন।

প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

- শিক্ষকের ক্যারিয়ার তৈরিতে সহায়তা করে;
- কাজের উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক;
- শিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়;
- শিক্ষককে আরও শিখতে ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করে;
- শিখনফল অর্জনে সহায়তা করে;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে;
- শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলির মানোন্নয়নে সহায়তা করে;
- মূল্যায়ন, প্রশ্নকরণ, উপকরণের ব্যবহার ইত্যাদি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়।

পর্ব- খ

প্রতিফলনের ধাপ

প্রতিফলন প্রক্রিয়ার চারটি পর্যায় রয়েছে। এগুলো হলো:

১. পর্যবেক্ষণ বা নজরে আনা
২. বর্ণনা করা
৩. সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং
৪. ব্যবস্থা গ্রহণ।

শিক্ষক হিসেবে প্রতিফলনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উপরিউক্ত কাজগুলো করা প্রয়োজন। যেমন-

- শিক্ষক প্রথমে নিজে নিজে শিক্ষণের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করবেন। তিনি পূর্বেই নির্ধারণ করে নিবেন কোন দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন। ব্রেইন স্টর্মিং, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাতকার গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করা যায়।
- সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করবেন এবং একটি নোট বইয়ে লিখে রাখবেন।
- এরপর চিহ্নিত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষণ দক্ষতার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করবেন। যেমন- শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, শিখনফল অর্জন, পরিকল্পনার ফলপ্রসূতা ইতাদি।
- পর্যালোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত সফলতাগুলো আরও শক্তিশালী করবেন, দুর্বলতাগুলো দূরীকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করবেন।

পর্ব- গ

অংশগ্রহণ, শিখনফল ও পরিকল্পনার প্রতিফলনের বিভিন্ন দিক

পরিকল্পনার প্রতিফলন	অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রতিফলন	শিখনফল-এর প্রতিফলন
▪ পরিকল্পনা করেছেন কিনা? ▪ ধাপগুলো যথাযথ ছিল কিনা? ▪ চিহ্নিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি উপযুক্ত ছিল কি না? ▪ মূল্যায়ন পদ্ধতি সঠিক ছিল কি না? ▪ সঠিক উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে কি না? ▪ পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে কি না? ▪ পরিকল্পনা কীভাবে আরও কার্যকরী করা যায়?	▪ শিক্ষণ অংশগ্রহণমূলক ছিল কি না? ▪ শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে কি না? ▪ সক্রিয় অংশগ্রহণ না করার কারণ কী? ▪ আর কী করা উচিত ছিল? ▪ কীভাবে অংশগ্রহণ বাড়ানো যায়?	▪ শিক্ষণ চিহ্নিত শিখনফল অর্জনে সহায়ক ছিল কি না? ▪ শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা কেমন ছিল? ▪ কেন অর্জন করে নি? ▪ আর কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়? ▪ শিক্ষণের ক্ষেত্রে আর কী পরিবর্তন আনতে হবে?

পর্ব- ঘ

সাধারণভাবে মূল্যায়ন বলতে মূল্য আরোপ করাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো কিছুর মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাকেই মূল্যায়ন বলে।

পর্ব- ঙ

শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

১. চলমান এবং অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া;
২. শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয়;
৩. তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে;
৪. শিখন উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করতে সক্ষম;
৫. শিক্ষাদানের পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করে দেয়;
৬. শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণের ধরন ও ব্যবহার পরিবর্তন করা যায়।

ইউনিট ৬

অধিবেশন- ২২	:	সামজিক বিজ্ঞান পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো
অধিবেশন- ২৩	:	সমাজবিজ্ঞান বিষয় শিক্ষণের একটি পরিকল্পনা বিষয়: পরিবার
অধিবেশন- ২৪	:	পৌরনীতি বিষয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষণের একটি পরিকল্পনা বিষয়: নাগরিকতা
অধিবেশন- ২৫	:	ভূগোল বিষয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষণের পরিকল্পনা বিষয়: এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু
অধিবেশন- ২৬	:	সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়- আন্তর্জাতিক শিক্ষক্রম দলিল ও গবেষণাপত্রের তথ্য
অধিবেশন- ২৭	:	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য
অধিবেশন- ২৮	:	ইউনিট পরিকল্পনা
অধিবেশন- ২৯	:	অণুশিক্ষণ-এর মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ২
অধিবেশন- ৩০	:	ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ২
অধিবেশন- ৩১	:	একটি সামাজিক সচেতনতা মেলার আয়োজন

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২২**

সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো

ভূমিকা

শিক্ষাদান তথা শিখন শেখানো কাজটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের একদিকে থাকেন শিক্ষক অন্য দিকে থাকে শিক্ষার্থী। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কাজটি সম্পন্ন করা হয়, যার নেতৃত্বে থাকেন শিক্ষক। শিক্ষক শিখন-শেখানো কাজটি যথাযথভাবে পালন করতে হলে শিক্ষককে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে একটি পরিকল্পনা করতে হয়। যার লিখিত রূপই হলো পাঠ পরিকল্পনা। একজন শিক্ষককে পাঠ পরিকল্পনা করতে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি কোন বিষয়টি পাঠদান করবেন, অতঃপর কোনো পদ্ধতি বা কলাকৌশল অবলম্বন করবেন, কী উপকরণ ব্যবহার করবেন, কীভাবে শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন করবেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পাঠ পরিকল্পনা কী তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্তগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনার প্রধান অংশ বা উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শিখনফল লিখতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ পাঠ পরিকল্পনার সংজ্ঞা, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষণ- শিখন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি পাঠে কী শেখাবেন, কতটুকু শেখাবেন, কেন বা কী উদ্দেশ্যে শেখাবেন, কীসের সাহায্যে শেখাবেন, কী কী পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন, শ্রেণিতে তার করণীয় কাজ কী কী হবে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করবে বা সাড়া প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীদের কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় পূর্বে ঠিক করে নেয়াকে পাঠ পরিকল্পনা বলে।

সহজ কথায় বলা যায় দৈনন্দিন কোনো পাঠের শ্রেণি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে পূর্ব প্রস্তুতি বা চিন্তা তার লিখিত রূপকেই বলা হয় পাঠ পরিকল্পনা। অন্য কথায়, সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কোন পাঠের বিষয়বস্তু অর্জন করানোর জন্য শিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রণীত কার্যকর পরিকল্পনাই হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একজন বিদ্যালয় শিক্ষকের নিয়মিত পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহার করা কেন প্রয়োজন, এবার আমরা সে বিষয়ে মাথা খাটিয়ে নিচের ছকটি 'কী (Key) পয়েন্ট'-এর মাধ্যমে পূরণ করতে চেষ্টা করি।

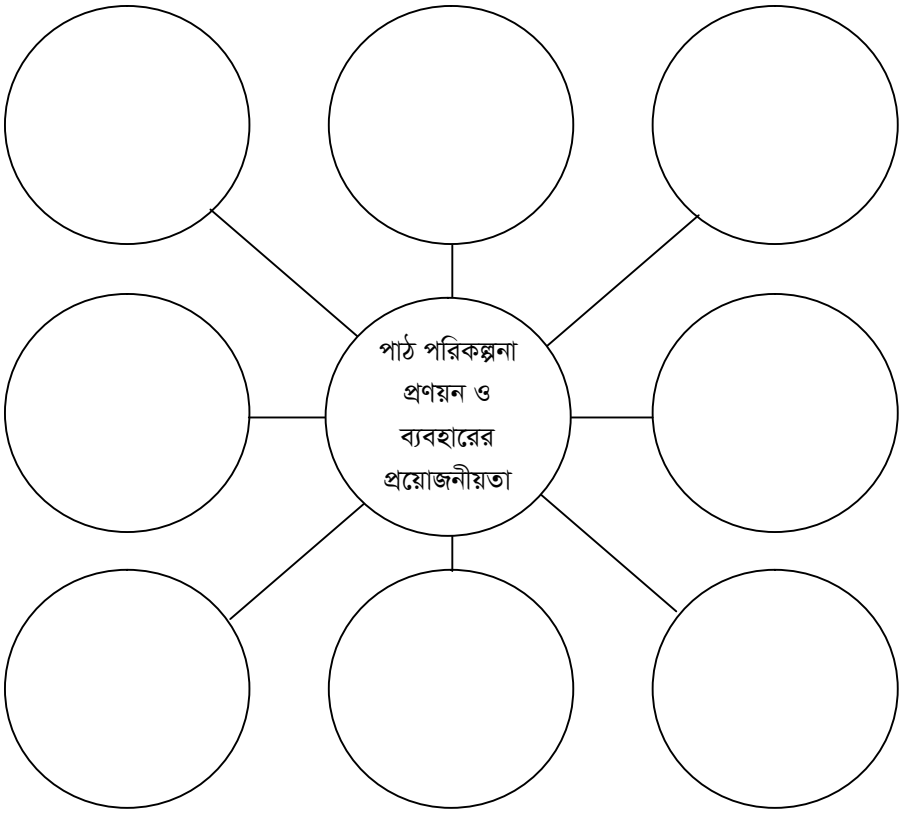

পর্ব- খঃ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্তগুলো চিহ্নিতকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে একজন শিক্ষককে নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষাক্রম এবং বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান থাকতে হবে। এ সঙ্গে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, জেন্ডার এবং পাঠের শিখনফল, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা, শিক্ষা উপকরণের উৎস ও যথাযথ ব্যবহার কৌশল, মূল্যায়ন কৌশল সর্বোপরি সময় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আসুন নিম্নের ছকে পাঁচটি বাক্যে পাঠ পরিকল্পনার পূর্ব শর্ত লিখতে চেষ্টা করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

পর্ব- গঃ পাঠ পরিকল্পনার প্রধান অংশ বা উপাদানসমূহ চিহ্নিতকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, পাঠ পরিকল্পনার প্রধান অংশ বা উপাদানগুলো হলো: পাঠ পরিচিতি, শিখনফল, উপকরণ, প্রস্তুতি, কার্যকর সূচনা/পাঠের উপযোগী মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি, উপস্থাপন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম, পদ্ধতি/কৌশল, প্রয়োগ/মূল্যায়ন, সম্ভাব্য উত্তর, বাড়ির কাজ, শিখনীয় বিষয়, সমাপ্তি

শিক্ষার্থীবৃন্দ, পাঠ পরিকল্পনার পরিচিতি অংশে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হয় নিম্নের ছকে লিখুন।

১.
২.
৩.
৪.

পর্ব- ঘঃ শিখন ফল চিহ্নিতকরণ ও লিখন

শিক্ষার্থীবৃন্দ, একটি নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীরা কী কী শিখবে বা দক্ষতা অর্জন করবে তাই হলো শিখনফল। শিখনফল কীভাবে লিখতে হয় তা নিচে দেখানো হলো।

- মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে।
- সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবে।
- এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্য জানতে পারবে।
- বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করতে পারবে।
- চাহিদা রেখা এঁকে বিশ্লেষণ করতে পারবে।

শিক্ষার্থী বন্ধু, এবার আমরা নবম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের 'বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা' পাঠটির শিখনফল চিহ্নিত করে কীভাবে লেখা যায়, নিচের ছকে ৪/৫টি বাক্যে লিখতে চেষ্টা করি।

শিখন ফল

১.
২.
৩.
৪.
৫.

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠ পরিকল্পনার সংজ্ঞা এবং পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক শিক্ষণ- শিখন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি পাঠে কী শেখাবেন, কতটুকু শেখাবেন, কেন বা কী উদ্দেশ্যে শেখাবেন, কিসের সাহায্যে শেখাবেন, কী কী পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন, শ্রেণিতে তাঁর করণীয় কাজ কী কী হবে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করবে বা সাড়া প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীদের কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় পূর্বে ঠিক করে নেয়াকে পাঠ পরিকল্পনা বলে ।

সহজ কথায় বলা যায় দৈনন্দিন কোন পাঠের শ্রেণি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে পূর্ব প্রস্তুতি বা চিন্তা তার লিখিত রূপকেই বলা হয় পাঠ পরিকল্পনা।

অন্য কথায়, সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কোন পাঠের বিষয়বস্তু অর্জন করানোর জন্য শিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রণীত কার্যকর পরিকল্পনাই হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

- পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা স্পষ্ট হয়।
- পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।
- বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকা যায়।
- উপযুক্ত শিক্ষণ- শিখন কৌশল নির্বাচন করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে সহায়তা লাভ করা যায়।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুতে সচেতন হওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করানো সম্ভব হয়।
- সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়।
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।
- শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতি লাভ হয়।
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মনোযোগ ও প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষক সচেতন হয়।
- পরবর্তী পাঠের কার্যকর শিক্ষণে সহায়ক হয়।
- নতুন শিক্ষকের জন্য দিক নির্দেশনা ঘটে।
- শিক্ষাক্রমকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়।
- নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায়।

পাঠ পরিকল্পনার প্রধান দিক ও উপাদানসমূহ

পরিচিতি: এখানে দুই ধরনের পরিচিতি থাকে। একটি হচ্ছে সাধারণ পরিচিতি ও অন্যটি পাঠসংক্রান্ত পরিচিতি। এখান থেকে পটভূমি জানা যায়। পরিচিতি অংশ থেকে শিক্ষার্থীদের গড় বয়স, শিখন চাহিদা, পাঠের জন্য বরাদ্দকৃত সময়, শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষার্থীদের জেন্ডারগত অবস্থা ও পাঠের শিরোনাম জানা যায়। ফলে শিখনের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা করা সহজ হয়।

শিখনফল: আজকের পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থী কী শিখবে বা কী দক্ষতা অর্জন করবে তা এখানে উল্লেখ থাকে। শিখনফলই হচ্ছে শিখন প্রক্রিয়ার মূল বিষয়। যদি শিখনফল জানা না থাকে তাহলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত, সুখী ও ভালো রাখতে ব্যর্থ হবেন।

উপকরণ: উপকরণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য দরকারী । এর সাহায্যে শিক্ষণ ও শিখন উভয়ই ফলপ্রসূ করা যায়। পাঠকে প্রাণবন্ত ও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও কাজে নিয়োজিত রাখার জন্য সহায়ক উপকরণ প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণ সামগ্রী শিক্ষককে বাছাই ও সংগ্রহ করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে উপকরণ নির্বাচন করা অতীব জরুরি।

প্রস্তুতি: মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে শিক্ষক পাঠদানের পরিবেশ তৈরির জন্য কিছু কাজ করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বেই শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি পড়বেন, শিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহ করবেন ও পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পাঠের বিষয়বস্তু, এ তিনটির সংযোগ সাধনের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট কী কাজ করবেন, তা এখানে উল্লেখ করবেন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি: এটিই প্রধান অংশ। এখানেই পাঠের বিষয়বস্তু বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত কাজের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রক্রিয়া এখানে লেখা থাকবে। যেসব কার্যক্রম শিক্ষক ও শিক্ষার্থী করবেন তারই লিখিত রূপ এটি। এ পর্বে সহজ থেকে জটিল, জানা থেকে অজানা, বিশেষ উদাহরণ থেকে সাধারণ উদাহরণ এ ধারা বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শিখনফলের চাহিদা মোতাবেক বিষয়বস্তুকে খণ্ডাংশে বিভক্ত করে ভিন্ন কাজের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

প্রয়োগ বা মূল্যায়ন: পাঠের কার্যকারিতা এ পর্বের সফলতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে। এতে শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিরূপণের ব্যবস্থা থাকে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে শিক্ষার্থী আসলে কী

শিখেছে, শিক্ষার্থীদের শিখনের জটিলতা বা সমস্যা কী তা নিরূপণ এবং শিখন সম্পর্কিত ফলাবর্তন সংগ্রহ করা । মূল্যায়নের ফলাফলের মাধ্যমে পরবর্তী পাঠ পরিকল্পনার জন্য তথ্য পাওয়া যায়।

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার একটি নমুনা ছক

বিদ্যালয়ের নাম:		
প রি চি তি	শিক্ষকের নাম: জেন্ডার: শ্রেণি: শিক্ষার্থী সংখ্যা: মোট জন (বালক- জন, বালিকা- জন)	বিষয়: সাধারণ পাঠ: আজকের পাঠ: সময়: পিরিয়ড: তারিখ:

যৌক্তিক ফলাফল	**এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-** • • • •

ধাপ/সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
প্রস্তুতি				
শিখন-শিখানো কার্যক্রম শিখন- শিখানো কার্যক্রম				
মূল্যায়ন				
পাঠ সমাপ্তি				

মূল্যায়ন

প্রশ্ন: পাঠ পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? পাঠ পরিকল্পনা ব্যতীত পাঠদান করলে কী সমস্যা দেখা দিতে পারে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

অধিবেশন- ২৩

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

১. পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণ
২. ধারাবাহিকতা রক্ষা
৩. শিখন শেখানো কৌশল নির্ধারণ
৪. উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ
৫. যথাযথ প্রস্তুতি
৬. শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি
৭. শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখার কৌশল
৮. শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ।

পর্ব- খ

১. শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
২. শিক্ষার্থীর বয়স ও মেধা সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।
৩. পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখনফল জানা থাকতে হবে।
৪. পাঠের বিষয়বস্তু অনুসারে শিখন-শেখানো কৌশল নির্বাচন করতে হবে।
৫. শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের কৌশল জানা থাকতে হবে।

পর্ব- গ

১. শিক্ষকের নাম
২. পাঠের শিরোনাম
৩. শ্রেণি
৪. শিক্ষার্থী সংখ্যা
৫. শিক্ষার্থীর গড় বয়স
৬. শিক্ষার্থীর জেন্ডার অবস্থান
৭. বরাদ্দকৃত সময়
৮. তারিখ।

পর্ব- ঘ

১. বাংলাদেশের সমাজের প্রগতির কয়েকটি পূর্ব শর্ত উল্লেখ করতে পারবেন।
২. কয়েকটি সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন।

৩. সামাজিক অস্থিতিশীলতা বা অসংগতি, নৈরাজ্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪. জনসংখ্যা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, যৌতুক ইত্যাদি নানা সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করতে পারবেন।

৫. উন্নত সমাজ গঠনে তথা সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করতে এবং সমাজ গঠনে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২৩**

সমাজ বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষণের একটি পরিকল্পনা
বিষয়ঃ পরিবার

ভূমিকা

একজন শিক্ষক কত সহজে এবং সফলভাবে শিক্ষণ-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তা পাঠ পরিকল্পনার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সুষ্ঠু পাঠ পরিকল্পনা করতে হলে একদিকে যেমন তাঁর সংশ্লিষ্ট পাঠের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে অন্যদিকে তেমনি পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ নির্বাচন ও পাঠদানের পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশলের পদ্ধতি নির্ধারণেরও প্রয়োজন রয়েছে। তদ্রূপ নবম দশম শ্রেণির 'পরিবার' শীর্ষক বিষয়বস্তুর শিখনফল, সময় বণ্টন, পাঠ সূচনা ও পাঠ উপস্থাপনের জন্য কার্যক্রম নির্বাচন, উপকরণ চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং শিখনফল অর্জন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সার্থক পরিকল্পনা করা যায়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সমাজ বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর (পরিবার) প্রধান দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সমাজ বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর শিখনফল লিখতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনার জন্য সময় বণ্টন করতে পারবেন।
- পাঠ সূচনার জন্য কার্যক্রম চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পাঠ উপস্থাপনের জন্য কার্যক্রম নির্বাচন করতে পারবেন।
- নির্দিষ্ট পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিখনফল অর্জন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রণয়ন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ সংক্রান্ত মানসিক মানচিত্র তৈরি

শিক্ষার্থীবৃন্দ, মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্য বইয়ের সমাজ বিজ্ঞান অংশের 'পরিবার' শীর্ষক পাঠটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং ৪৫ মিনিটে পরিচালনা উপযোগী পাঠে কী কী বিষয় বা কোন্ কোন্ দিক শিক্ষার্থীদের শেখাতে চান মাথা খাটিয়ে নির্ধারণ করুন।

নিচের ছকটি কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং 'পরিবার ' শিরোনামের বিষয়বস্তুর পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাফখাতায় একটি মানসিক মানচিত্র তৈরি করুন।

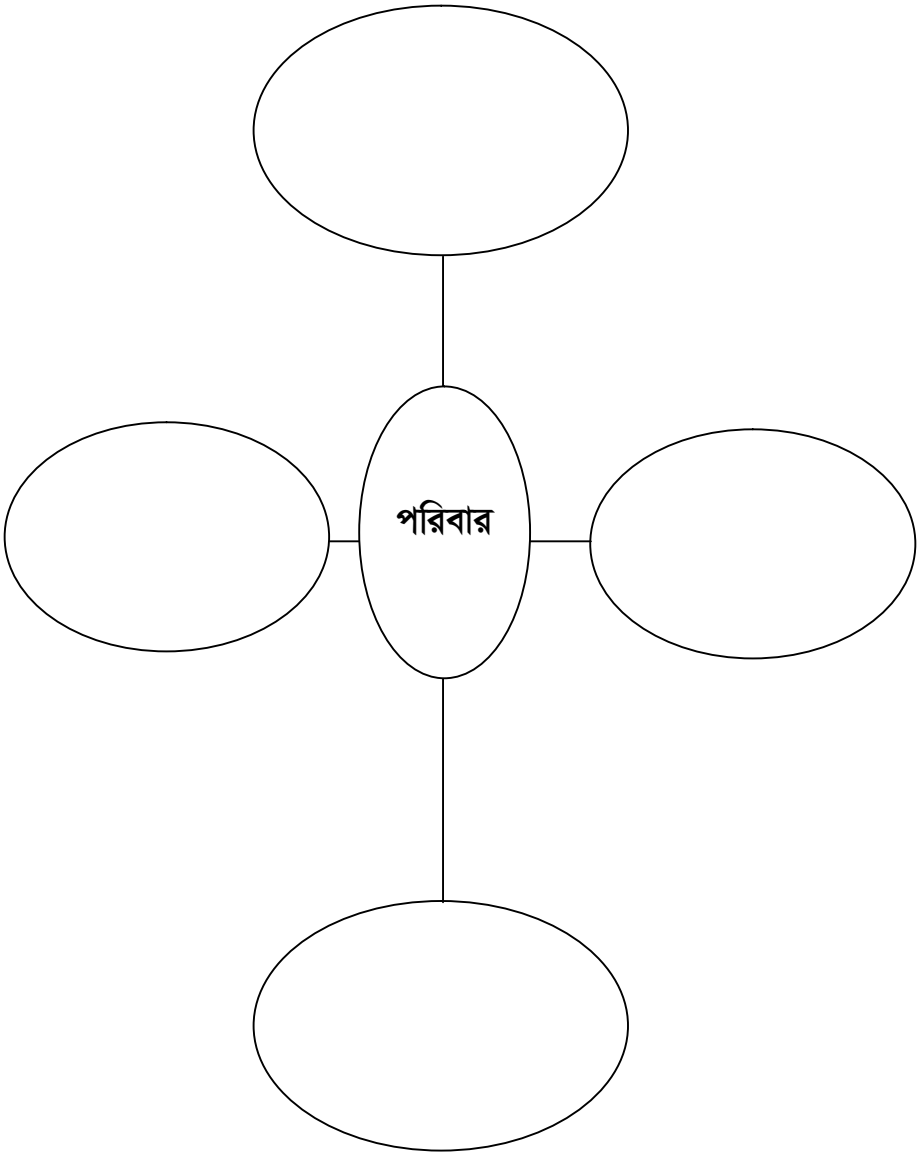

পর্ব- খ: শিখনফল লিখন

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, লক্ষ করুন শিখনফল লিখতে হলে কী কী ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হয় এবং কী কী অশুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ বর্জন করতে হয় তার তালিকাটি পড়ুন।

শিখনফল লেখার জন্য ক্রিয়াপদের তালিকা

শুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ (যা ব্যবহার করা যাবে)	
বলতে পারবে	বর্ণনা করতে পারবে
লিখতে পারবে	ব্যাখ্যা করতে পারবে
উল্লেখ করতে পারবে	তুলনা করতে পারবে
পৃথক করতে পারবে	আলোচনা করতে পারবে
তৈরি করতে পারবে	চিহ্নিত করতে পারবে
ব্যবহার করতে পারবে	অঙ্কন করতে পারবে
বিন্যাস করতে পারবে	পার্থক্য করতে পারবে
সাজাতে পারবে	চিত্রায়িত করতে পারবে
নির্ণয় করতে পারবে	পাঠ করতে পারবে
সংশোধন করতে পারবে	মেলাতে পারবে
দেখাতে পারবে	প্রকাশ করতে পারবে
উদাহরণ দিতে পারবে	প্রদর্শন করতে পারবে
সংজ্ঞা দিতে পারবে	হিসাব করতে পারবে
শনাক্ত করতে পারবে	গণনা করতে পারবে
নির্দেশ দিতে পারবে	বিশ্লেষণ করতে পারবে
আলাদা করতে পারবে	নির্বাচন করতে পারবে
যুক্তি দিতে পারবে	মূল্যায়ন করতে পারবে
গঠন করতে পারবে	যোগ করতে পারবে
সিদ্ধান্ত নিতে পারবে	বিয়োগ করতে পারবে
শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে	গুণ করতে পারবে
	ভাগ করতে পারবে
অশুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ (যা ব্যবহার করা যাবে না)	
জানতে পারবে	বুঝতে পারবে
অনুভব করবে	মনোযোগ দিতে পারবে
ধারণা পাবে	অর্জন করবে
অনুমান করবে	উপলব্ধি করবে
অনুধাবন করবে	বোধ করবে
ধারণা করবে	শিখতে পারবে
চিন্তা করতে পারবে	উপভোগ করবে

প্রিয় শিক্ষার্থীবুন্দ, ওপরের বিষয়টি মনোযোগ সহকারে পড়া শেষে পূর্ববর্তী পর্বে চিহ্নিত বিশেষ দিকগুলোর আলোকে নিচের ছকে 'পরিবার' শিরোনামের পাঠের জন্য পাঁচটি বাক্যে শিখনফল লিখুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

পর্ব- গঃ সময় বণ্টন ও পাঠ সূচনার জন্য কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, পাঠের কার্যক্রমের চাহিদা অনুযায়ী সময় বণ্টন করা প্রয়োজন। 'পরিবার' শীর্ষক পাঠদান শ্রেণিতে আরম্ভ করার সময় মানসিক পরিবেশ গঠন এবং পাঠ ঘোষণার জন্য একজন শিক্ষক হিসেবে কী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন তা ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করবেন। বর্তমান পাঠে একটি একক ও একটি যৌথ পরিবারের মডেল/ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, এখানে কী দেখা যাচ্ছে? এই যে বাবা, মা, ভাই, বোন একত্রে বসবাস করলে কী গঠিত হয়? শিক্ষার্থীরা সম্ভাব্য উত্তর দিবে। এভাবে প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করে পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

পর্ব- ঘঃ পাঠ উপস্থাপনার/পাঠ বিশ্লেষণের জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, 'পরিবার' শীর্ষক পাঠ উপস্থাপনের জন্য শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীদের কাজ, প্রয়োজনীয় উপকরণ, যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার সম্পর্কে কার্যক্রম বেছে নেবেন। সেই অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে পাঠ উপস্থাপনের জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। আপনার মতে 'পরিবার' শীর্ষক পাঠ উপস্থাপনের ধাপগুলো কী কী হতে পারে নিচের ছকে লিখুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

পর্ব- ঙঃ শিখনফল অর্জন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, 'পরিবার' শীর্ষক পাঠের শিখনফল মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন করা যায়। উল্লিখিত পরিবার শীর্ষক পাঠের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য কী কী প্রশ্ন করবেন নিচের ছকে লিখুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষাক্রমের সমাজ বিজ্ঞান বিষয়বস্তুর একটি নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

পরিচিতি	বিদ্যালয়ের নাম: প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের নাম: রোল নং- জেন্ডার: শ্রেণি: নবম উপস্থিত শিক্ষার্থী: মোট- জন। বালক- জন, বালিকা- জন শিক্ষার্থীদের গড় বয়স:	বিষয়: সামাজিক বিজ্ঞান সাধারণ পাঠ: সামাজিকীকরণ আজকের পাঠ: পরিবার সময়: ৪৫ মিনিট পিরিয়ড: চতুর্থ তারিখ:
শিখনফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা- ▪ পরিবার কাকে বলে তা বলতে পারবে। ▪ পরিবারের গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ▪ বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবে। ▪ প্রত্যেক প্রকার পরিবারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ▪ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার যেসব কাজ সম্পাদন করে তার বর্ণনা দিতে পারবে	

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
প্র স্ত তি	০৩ মিনিট	শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা বিনিময় ও বাড়ির কাজ আদায়ের পর একটি একক ও একটি যৌথ পরিবারের মডেল/ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবো- ১. এখানে কী দেখা যাচ্ছে? ২. এই যে বাবা, মা, ভাই, বোন একত্রে বসবাস করলে সেখানে কী গঠিত হয়? এভাবে প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করে পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবো 'পরিবার'	শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা বিনিময় করবে। শ্রেণি নেতা বাড়ির কাজ আদায়ে সহযোগিতা করবে। প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে পাঠে মনোনিবেশ করবে। সম্ভাব্য উত্তর নিম্নরূপ: ১. একক ও যৌথ পরিবারের ছবি ২. পরিবার গঠিত হয়। শিক্ষার্থীরা নোট খাতায় আজকের পাঠ শিরোনাম লিখে নিবে।	একক ও যৌথ পরিবারের ছবি

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
শিখন-শেখানো কার্যাবলি শিখন-শেখানো কার্যাবলি	০৪ মিনিট ০৩ মিনিট ১৬ মিনিট ০৭ মিনিট	নিমকফ ও ম্যাকাইভার প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা বোর্ডে/পোস্টার পেপারে লিখে প্রদর্শন করে এবং মিনি লেকচারের মাধ্যমে পরিবার কাকে বলে তা বুঝিয়ে দিব। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তরের মাধ্যমে পরিবারের গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবো প্রশ্ন : ১.সাধারণত পরিবার কীভাবে গঠিত হয়? ২. পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত কী? ৩. আদিম সমাজে কীভাবে পরিবার গঠিত হতো? ৪. কী কী উপায়ে পরিবার গঠন করা যায়? চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবো। প্রত্যেক দলকে সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক থেকে পরিবারের প্রকারভেদ পড়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবো। আলোচনা শেষে প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন প্রকার পরিবারের বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলবো। তালিকা প্রণয়ন শেষে দলের একজন প্রতিনিধিকে উপস্থাপন করতে বলবো।	বক্তৃতা শুনবে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশ্ন করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ খাতায় তুলে নেবে। শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর নিম্নরূপ- উত্তর: ১. একজন পুরুষ সমাজ স্বীকৃত উপায়ে এক জন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে একটি একক পরিবার গঠন করে। ২. বিবাহ হল পরিবার গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত। ৩. আদিম সমাজে বিবাহ ব্যতিরেকেই পরিবার গঠিত হতো। ৪. বিবাহের মাধ্যমে অথবা বিবাহ না করেও পরিবার গঠন করা যায়। শিক্ষার্থীরা পরিবারের প্রকারভেদ ভালভাবে পড়বে নিজেরা আলোচনা করবে ও বিভিন্ন প্রকার পরিবারের বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা নিজেদের খাতায় লিখবে। দলের একজন প্রতিনিধি উপস্থাপন করবে। সঠিক তালিকা খাতায় লিখে নিবে বা নিজেদের তালিকার সাথে মিলিয়ে নেবে। জোড়ায় আলোচনা করে খাতায় লিখবে। নির্দেশনা অনুযায়ী খাতার লিখা বিষয় পড়বে।	নিমকফ ও ম্যাকাইভার প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা লিখিত পোস্টার পরিবারের কার্যাবলি লিখিত পোস্টার

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
শিখন - শেখানো কার্যাবলি		শুদ্ধ তালিকা লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে বা বোর্ডে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের তা লিখে নিতে বা মিলিয়ে নিতে বলবো। প্রতি দুইজন শিক্ষার্থীকে নিজেদের মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার যেসব কাজ করে তা আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবো। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীকে তাদের লিখিত কার্যাবলি পড়তে বলবো এবং বোর্ডে লিখবো। এক্ষেত্রে একই কাজের নাম একবারের বেশি লিখবো না। অতঃপর নিজে পোস্টারে লিখে আনা পরিবারের কাজের চার্ট টানিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করবো। শিক্ষার্থীদের চার্টের সাথে নিজেদের লেখা মিলিয়ে নিতে বলবো।	চার্টের লেখা মিলিয়ে নিবে বা শুদ্ধ উত্তর নিজ নিজ খাতায় লিখবে।	
মূল্যায়ন	০৬ মিনিট	আজকের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে তা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণির উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করবো এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবো ও পুনরালোচনা করবো। পরিবার কাকে বলে? উদাহরণসহ পরিবারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।	সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। পুনরালোচনা শুনবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খাতায় লিখবে।	

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
মূল্যায়ন		সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার কী কী কাজ করে থাকে? শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা কী? মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য কী? পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ ব্যাখ্যা কর। বাড়ির কাজ প্রদান: নিচের কাজটি বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে সম্পন্ন করে আনতে বলবো। পরিবারের সদস্য হিসেবে তোমার পরিবারে কে সবচেয়ে বেশি কাজ করে বলে তুমি মনে কর ? তার কাজের একটি তালিকা প্রণয়ন কর।	বাড়ির কাজ খাতায় লিখে নিবে।	

মূল শিখনীয় বিষয়

১. পরিবার হলো একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান সন্ততি একত্রে বসবাস করে। অধ্যাপক নিমকফ এর মতে,"পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানাদি ছাড়া স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।" সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন,"পরিবার হলো একটি গোষ্ঠী যা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়।"

২. বিবাহ হলো পরিবার গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত। তবে আদিম সমাজে বিবাহ ব্যতিরেকেই পরিবার গঠিত হতো। কিন্তু আমাদের সমাজে এটা সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায় যে, বিবাহের মাধ্যমে অথবা বিবাহ না করেও পরিবার গঠন করা যায়।

৩. বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায় যথাঃ স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে এক বিবাহ পরিবার, বহুপত্নীক পরিবার ও বহুপতি পরিবার এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পরিবারের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃপ্রধান ও মাতৃপ্রধান এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বিবাহ-উত্তর বাসস্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃবাস, মাতৃবাস ও নয়াবাস এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। বংশ গণনার ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃবংশানুক্রমিক ও মাতৃবংশানুক্রমিক এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে অণু, বর্ধিত ও যৌথ এই তিনভাগে ভাগ করা যায়।

৪. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার যেসব কাজ সম্পাদন করে তা হচ্ছে- জৈবিক কাজ, সন্তান উৎপাদন ও লালন পালন করা, সামাজিকীকরণ, অর্থনৈতিক কাজ, শিক্ষামূলক কাজ, ধর্মীয় কাজ, রক্ষণমূলক কাজ, আমোদ প্রমোদ সংক্রান্ত কাজ ইত্যাদি।

মূল্যায়ন

১. নবম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের পরিবার শীর্ষক পাঠটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের সময় শিখনফল, পাঠ বিশ্লেষণ, পাঠদান কৌশল ও শিখনফল মূল্যায়ন ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে একটি পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করুন।

অধিবেশন- ২৪

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজেরা করুন।

পর্ব- খ

১. পরিবার কাকে বলে তা বলতে পারবে।

২. পরিবারের গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবে।

৪. প্রত্যেক প্রকার পরিবারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার যেসব কাজ সম্পাদন করে তার বর্ণনা দিতে পারবে

পর্ব- ঘ

নিজেরা করুন।

পর্ব- ঙ

১. পরিবার কাকে বলে?

২. উদাহরণসহ পরিবারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

৩. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার কী কী কাজ করে থাকে?

৪. শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা কী?

৫. মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য কী?

৬. পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ ব্যাখ্যা কর।